মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২৪ আশ্বিন – ৩০ আশ্বিন, ১৪২১ ঃ ১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.49, 11 October - 17 October, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সুন্দরবন থেকে মেটিয়াবুরুজ ছড়িয়েছে 'জিহাদি' সংগঠনের জাল

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

কুনাল মালিক

আলিপুর : বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নড়ে চড়ে বসলেও রাজ্য সরকার এখনও গড়িমসি করছে। তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আই এন এ-কে নিযুক্ত করতে চাইলেও, রাজ্য এখনও তাতে সিলমোহর না দেওয়ায় রাজনৈতিক চাপান উতোর শুরু হয়েছে। সারা রাজ্যে ইতিমধ্যেই মৌলবাদী উগ্র ইসলামিক জিহাদি সংগঠন মাকড়সার মতো জাল বিস্তার করেছে। এই সংবাদ এখন সকলেরই জানা। সারা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও জেহাদি গোষ্ঠীর জাল ছড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর নদী বেষ্টিত সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা দ্বীপে বেশ কিছু বেসরকারি মাদ্রাসায় মুসলিম অল্প বয়সি ছেলেদের মগজ ধোলাই করে জঙ্গি কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অনেক ছেলেরা ইতিমধ্যেই জেহাদকে সমর্থন জানিয়েছে। ওই গোয়েন্দাসূত্র আরও জানান বাসন্তীর চড়া বিদ্যা এলাকায় এই ধরণের কার্যকলাপ বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় অনেক জামাতি ইসলামের জেহাদি নেতা সুন্দরবনের অরক্ষিত জলপথের দুই পরগনায় ঢুকে এখনও আস্তানা গেড়ে আছে। বি এস এফ নজরদারি করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নামমাত্র। সুন্দরবন এলাকার কোস্টাল থানাগুলোর পরিকাঠামো এখনও মজবুত হয়নি। ওই গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছেন শাসক দলের অতি সংখ্যালঘু তোষনকে হাতিয়ার করে উগ্র মৌলবাদীরা জিহাদের জাল বিস্তার করছে। অল্প শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবকদের মগজ ধোলাই করে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে কাচা টাকার লোভ দেখিয়ে বিপথে চালিত করছে। এখনই পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রশাসন কড়া না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। জেলার ভাঙর, মগরা হাট এবং কলকাতা বন্দর লাগোয়া মেটিয়াব্রুজকে স্লিপার হিসাবে ব্যবহার করছে উগ্র মৌলবাদীরা এমনই অভিমত ঐ গোয়েন্দাসূত্রের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ইতিমধ্যেই সবিস্তার রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওই সূত্র।

অনুপ্রবেশ ছাপ ফেলল যৌথ বিসর্জনেও

রাজীব হালদার

বসিরহাট : ইছামতী নদীতে দু'দেশের প্রতিমা একসঙ্গে বিসর্জনের রীতি বহু বছরের। কিন্তু এবছর টাকিতে দুর্গাপুজোর বিসর্জন হল আন্তর্জাতিক দুদেশের সীমানা বরাবর। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বি এস এফ, পুলিশ এবং বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ। বিজয়া দশমীতে ভাসানের সুযোগ নিয়ে বহু বাংলাদেশি ভারতে ঢুকে পড়ে। সেই কারণেই এবার দু'দেশের প্রতিমা একসঙ্গে ভাসান দিতে দেওয়া হয়নি। এবারের এই বিসর্জন পর্ব ছিল একেবারে জৌলসহীন। ইছামতী নদীর মাঝখানে বি এস এফের জওয়ানরা ব্যারিকেড করে ছিল। কোনওভাবেই কোনও নৌকাকে ব্যারিকেড টপকাতে দেওয়া হয়নি। টাকিতে ইছামতী নদীতে বিজয়া দশমীতে ভাসান দেখতে শুধু এই জেলা নয়, কলকাতা সহ গোটা রাজ্য থেকে বহু মানুষ ভীড় করেন। তবে এবারে জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মত কম।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকবছর ধরেই এই বিসর্জনকে কাজে লাগিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠছিল। গত ২০১১ সালের ৭ অক্টোবর বিসর্জনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ৫০ হাজার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢুকে পড়ে যার মধ্যে জঙ্গিরাও থাকতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট সকলকে খুঁজে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয় সরকারকে। তারপর থেকেই জৌলস হারাতে থাকে টাকির এই অভিনব বিসর্জন। দুই বাংলার মিলনের এই অভিনব ক্ষেত্রও এবার অনুপ্রবেশের শঙ্কায় বিসর্জিত হল।

ধেয়ে আসছে 'হুদহুদ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: আয়লার পর এবার উপকূলবর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মানুষদের ভাবিয়ে তুলেছে 'হুদহুদ' ঘূর্ণিঝড়। রবিবারের মধ্যে এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার কথা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে এ রাজ্যে তেমন প্রভাব ফেলবে না এই ঘূর্ণিঝড়। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে প্রবল বৃষ্টিপাত, ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর, গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি এলাকায় জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। স্থানীয় ব্লকগুলোতে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীও মজুত করা হয়েছে। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক দেবর্ষি রায়চৌধুরী বলেন, আবহাওয়া দপ্তর থেকে যা জানা গেছে আমাদের জেলাকে হুদহুদ 'হিট' নাও করতে পারে। তবে আমরা নদী তীরবর্তী সব ব্লকের ত্রাণের ব্যবস্থা করেছি। সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদের এস এম এসের মাধ্যমে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। জেলা থেকে সবসময় মনিটারিং করা হচ্ছে। যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

'আলিপুর বার্তা'র পাঠক, বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অশুভকে বিনাশ করে সকলে ভালো থাকুন, সকলকে ভালো রাখুন।

সম্পাদক

স্বপ্ন চুরমার, পুজোয় শুধুই বেদনার সুর

শরৎ এল। পুজো এল, চলেও গেল। আলোর রোশনাই, প্যান্ডেলের চমক আর ধূপ ধুনোর গন্ধ কি সবার কাছে পৌঁছোলো? এই প্রশ্নের খোঁজে আমাদের সাংবাদিকরা পৌঁছালেন তাদের কাছে যারা নিঃস্ব–আতঙ্কিত চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে। কেউ টাকা রেখেছেন, কেউ টাকা তুলেছেন, জমা করেছেন। কেমন পুজো কাটালেন এরা ও এদের পরিবার?

কল্যাণ রায়চৌধুরী

'আলিপুর বার্তা'র ২০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় এই প্রতিবেদকের 'স্বপ্নপূরণ'-এর স্বপ্নহত্যা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দত্তপুকুর রেল স্টেশন সংলগ্ন ১ নম্বর রেলগেটের প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত এই অর্থলগ্নিকারী তথা চিটফান্ড সংস্থাটি। প্রায় পাঁচ হাজার আমানতকারীর স্বপ্নকে শুধু হত্যাই করেনি, তাদেরকে নিঃস্ব করে প্রায় ভিক্ষের ঝুলি হাতে ধরিয়ে একেবারে ফুটপাতে নামানোর মতো অবস্থা করে ছেড়েছে। সেই সাথে এই সংস্থার প্রায় জনা ২০/২৫ এজেন্টদেরও প্রায় একই হাল হয়েছে। তার কারণ এই 'স্বপ্ন পূরণ' নামক চিটফান্ড সংস্থায় যে সব এজেন্টরা কাজ করতেন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সাধারণ ঘরের গৃহবধূ। সংস্থাটির মালিক পক্ষ সংগৃহীত প্রায় পাঁচ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাবার পর, যথারীতি এইসব এজেন্টদের বাড়িতে চড়াও হচ্ছেন আমানতকারীরা।

সারদাকাণ্ড নিয়ে গোটা রাজ্য তোলপাড় হচ্ছে। সি বি আই তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক বিভিন্ন রথী মহারথীদের নাম। সারদা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি প্রথমসারির অর্থলগ্নিকারী সংস্থার নামও রয়েছে সম্ভাব্য তদন্তের তালিকায়। তবে সি বি আই তদন্তের পরিণতি কি হবে, এ ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা না থাকলেও আমানতকারীদের ভাগ্যে যে ছিকে ছেঁড়ার সম্ভাবনা প্রায় বিশ বাঁও জলে, এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারদার আমানতকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যা গেছে, তা গেছে'। তাঁর এই উক্তিটিই হয়তো সার্বিক তদন্তের পরিণতিতে বাস্তবায়িত হতে পারে। তার কারণ বিগত দিনে 'ফেভারিট', 'সঞ্চয়িতা', 'সঞ্চয়নী', 'চিটফান্ড', 'ভেরোনা', 'ওভারল্যান্ড' প্রভৃতি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও 'যা গেছে, তা গেছে' এমনটাই তো ঘটতে দেখা গিয়েছে। ফলে আমানতকারীরা যে তিমির, সেই তিমিরেই, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, এমনই সব মন্তব্য শোনা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ মহলে।

ফেরা যাক, দত্তপুকুরের স্বপ্নপুরনে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থাটির নাম ছিল 'স্বপ্নপুরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'। এরপরে দুটি ধাপে সংস্থাটির নাম পরিবর্তন হয়ে, হয় 'স্বপ্নপূরণ ট্রাস্ট' ও শেষে হয় 'স্বপ্নপূরণ ট্রেডিং' বলে স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়। ২০০৭ সালে সংস্থার সূচনা করেন রুমা মুখোপাধ্যায় ও তার স্বামী অরুণ মুখোপাধ্যায়। পরে সংস্থার মালিকানা স্বত্বে যুক্ত হন স্থানীয় জয়া মুখোপাধ্যায় ও তার স্বামী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলে সংশ্লিষ্ট এজেন্টরা জানিয়েছেন। তবে এই সংস্থার প্রায় পাঁচ হাজার আমানতকারীদের এবারের দুর্গাপুজো কাটল চোখের জলে।

বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই শারদোৎসবে বিভিন্ন বাঙালি পরিবার যখন আনন্দে মাতোয়ারা। বিভিন্ন মণ্ডপে মণ্ডপে যখন থিমের প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি, তখন যূথিকা দাস, সোনালি দাস, রূপবান, সন্ধ্যা দাস, চম্পা গায়েন, চম্পক বসুরা সেই আনন্দ থেকে গেলেন বঞ্চিত। স্থানীয় চন্দ্রপুরের বাসিন্দা যূথিকা দাস আয়ার কাজ করেন। এই কাজ করে তিনি এই সংস্থায় রেখেছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। অসুস্থ রোগীদের সেবা করে উপার্জিত এই অর্থ সংসার প্রতিপালন করে বহু কষ্টে সঞ্চয় করেছিলেন। স্বপ্নপূরণে রেখে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তার সেই স্বপ্ন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। দাস পাড়ার টুম্পা দাসের বয়েস কতইবা। ১৭-১৮ বছর হবে। বাবা মারা যাবার পর থেকে লোকের বাড়ি ঠিকে কাজ করে।

বয়স্কা মা কাজ করতে পারেন না। টুম্পাকেই সংসার চালাতে হয়। দাস পাড়ার আরও দুজন, সন্ধ্যা দাস ও চম্পা গায়েন। দুই বোন। দুজনেরই তিনটে করে সন্তান। তারা সবাই ছোট। লোকের বাড়ি ঠিকে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ করে সন্ধ্যা ও চম্পাকে সংসার চালাতে হয়। হাতে হাজা হয়ে গিয়েছে। তাও স্বপ্ন দেখতে ভোলেননি তারা। কষ্টের রোজগারের টাকা রেখেছিলেন স্বপ্নপূরণে। কিন্তু তাদের স্বপ্নপূরণ তো দূরের কথা। পুজোয় বাচ্চাদের এবার কোনও নতুন জামা-প্যান্ট দিতে পারলেন না। দাসপাড়ার রূপবান।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলা। লোকের বাড়ি কাজ করেন। বিধবা এই মহিলা তার দুই ছেলের নামে বহু কষ্টে চার হাজার টাকা করে আট হাজার টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন এখানে। অন্যদিকে চম্পক বসু সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে তার স্ত্রী নবনীতাদেবীর নামে দশ হাজার টাকা রাখেন। স্ত্রী, পুত্র ছাড়াও বাবা-মা আছেন চম্পকবাবুর পরিবারে। সকলেই তার উপরই নির্ভরশীল। লোকের বাড়ি বাসন মেজে হাতে হাজা হয়ে গেছে। মীরা সরকারের। তিনিও ১৪ হাজার টাকা জমা রাখেন স্বপ্নপূরণে। কিন্তু স্বপ্নপূরণে এদের সকলের স্বপ্নই চুরি হয়ে গিয়েছে। এমনকি এজেন্টদের মধ্যেও অনেকেই আমানত করেছিলেন এই সংস্থায়। এজেন্ট পাপড়ি পাল চৌধুরির স্বামী মদন পাল চৌধুরী হাটে হাটে রেডিমেড পোষাক বিক্রি করেন। পাপড়ি দেবীর স্বামীর এল আই সি-র টাকা তুলে এখানে জমা রেখেছিলেন। এমনকি নিজের ননদকে দিয়েও আমানত করান তিনি। চন্দ্রপুরের বাসিন্দা সোনালি বসু। তার স্বামী রান্নার কাজ করেন। এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়ে তিনিও স্বামীর কষ্টের উপার্জনের টাকা গচ্ছিত রাখেন এখানে। শিক্ষিত বেকার যুবক রাকেশ সাহা। স্বপ্নের ফাঁদে পড়ে সেও। রাকেশের বাবা রতন সাহা দর্জির কাজ করেন। ছেলেকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনিও আমানত করেন প্রায় বিশ হাজার টাকা। সাধারণ গৃহবধূ মিঠু চট্টোপাধ্যায় স্থায়ী আমানতে রেখেছিলেন আঠারো হাজার টাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেহেবুব গাজী

চারিদিকে যখন পুজোর গন্ধ আর সেই আনন্দে যখন গোটা বাঙালি আনন্দে মাতোয়ারা ঠিক তখনই বিষণ্ণ মনে পুজো কাটাল দীপক। উৎসবের দিনগুলো দীপকের চোখের সামনে ভেসে উঠত দুঃখের চিত্র। পরিবারের সঙ্গে এবছর পুজোর আনন্দে মাততে পারল না দীপক দেবনাথ। সারদা নামক একটি অর্থলগ্নি সংস্থার এজেন্ট ছিল এই দীপক। গত কয়েকবছর সে স্ত্রী কন্যা পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে যেত বিভিন্ন জায়গায় পুজোর সময়। নতুন জামাকাপড় পরে অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে নবমীতে যেত কলকাতার বড় বাজেটের পুজো দেখতে। এবছর একটি হোটেলে কাজ করে পুজো কাটাল দীপক, পরিবারকেও নতুন জামাকাপড় উপহার দিতে পারে নি সে। দীপক বলে 'মার্কেটে তার লক্ষাধিক টাকা দেনা রয়েছে। প্রায়শই বাড়িতে পাওনাদার আসে।' এ তো গেল দীপকের কথা। এরকম খুঁজলে হাজারও এজেন্টের কথা পাওয়া যাবে।

কুল্পির বড়বেড়িয়া নবজীবন নামে একটি অর্থলগ্নি সংস্থার এজেন্ট শ্রীমন্ত কয়ালও একই দুর্দশার সম্মুখীন। শ্রীমন্ত বলে উৎসব বলে কিছুই মনে পড়ে না আমার। সেভাবে কোম্পানির মালিকরা আমাদের মত বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থান করেছিল। আজকের সময় আমরা কর্মহীন হয়েছি এবং বাঁচাও আমাদের কাছে দুস্কর হয়ে পড়েছে। কি করব ভেবে উঠতে পারছিনা, পুজোর একদিনও ঠাকুরের মুখ দেখতে পাই নি। টাওয়ার গ্রুপের এজেন্ট মাধাই ধর রত্নেশ্বরপুরের বাসিন্দা। মাধাই জানান মার্কেট থেকে আমি প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা তুলি এখন কি করব ভাবতেই পারছি না। মাধাইয়ের অশ্রু মিশ্রিত চোখে ভেসে উঠেছে ফেলে আসা অতীতের কথা, পুজোর দিনগুলোতে হৈহুল্লোড় করে গা-ভাসিয়ে দিত উৎসবে।

বন্ধু থেকে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে পুজোর চারটে দিন ছিল তার আনন্দের দিন। আর এ বছর পারিপার্শ্বিক চাপ এবং পাওনাদারদের তাগাদা তাকে তাড়া করেছে প্রতি নিয়ত। উৎসব বলতে সে কিছুই বোঝে না। বোঝে না আর শরৎকাল কি। মাধাই উত্তর দিতে পারে নি। এরকম গ্রামে গ্রামে হাজারও এজেন্ট ও তাদের পরিবার হাহাকারে ভুগছে। আবার কোথাও এজেন্টদের বাড়ি ভাঙচুর করছে আমানতকারীরা। পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এইসব এজেন্ট ও তার পরিবাররা। কিছুদিন আগেই ডায়মন্ডহারবার ও ফলতার দুজন ভিন্ন কোম্পানির এজেন্ট গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। পরিবারের তারাই ছিল উপার্জনের কর্তা। এইসব পরিবার পুজো বা ঈদ বলেই কিছু জানে না এখন তাদের ডাল ভাত খাওয়া মানে ধনি লোকের সমান। এবারে আসি শেষের কথায়। এই চিটফান্ড কি রাজ্যের গলায় আটকানো মাছের কাঁটার মতো না কি একটা সারা রাজ্যে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। যেভাবে এজেন্টদের সুইসাইডের ঘটনা সংবাদের শিরোনামে উঠে আসছে তাতে কি রেহাই পাবে আমানতকারীরা না চিটফান্ড মালিকরা।

একসময় কলকাতার শহরতলি থেকে সুন্দরবন সমস্ত বড় বাজেটের পুজোতে থাকত বিভিন্ন অর্থলগ্নী সংস্থার বিজ্ঞাপনের চমক। আর বর্তমানে যেভাবে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে সিবিআইয়ের তদন্তে রাজ্য সরকারের প্রথম সারির নেতা মন্ত্রী আমলাদের নাম উঠে আসছে তাতে কি ক্ষমা করবে এই সমস্ত এজেন্ট ও আমানতকারীর পরিবাররা। এটাই কি ভাগ্যের পরিহাস। না কি যে রক্ষক সেই ভক্ষক। বিচারের নামে প্রহসন হবে না তো। সব কিছুই দেখার অপেক্ষায় থাকবে রাজ্যের জনগণ।

বিশ্বজিৎ পাল

শারদীয়া দুর্গোৎসবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকের সাধারণ মানুষজন চিটফান্ড কান্ডে প্রতারিত হয়ে পুজোর আনন্দমুখর দিনগুলি বিগত দিনের মতো হয়ে ওঠেনি। পুজোর দিনগুলি তাদের কাছে নিরানন্দময়। ক্যানিং মহকুমা বাসিন্দা গণেশচন্দ্র বেরা। সে একজন সবজি ব্যবসায়ী। ক্যানিং বাজারে সবজি বিক্রি করে। তিনি জানান সবজি বিক্রি করে কোনওমতে তার সংসার চলে। একটু একটু করে টাকা পয়সা জমিয়ে সারদায় ৫০ হাজার টাকা রাখি। কিন্তু সারদা যখন চিটফান্ড হিসাবে প্রকাশ পেলো, তখন থেকে খুব ভেঙে পড়ি। একই অবস্থা ক্যানিং বাজারে মুদি ব্যবসায়ী বাবু সফুরের। খারাপ পরিস্থিতিতে ক্যানিংয়ের বাসিন্দা পিন্টু সরদার। সে ট্রেনে হকারি করে। সে বলে আকাশদ্বীপ-এ টাকা রাখি এখনও টাকা পায়নি। হকার পঞ্চানন দাস বলেন 'প্রয়াগ' কোম্পানিতে টাকা রেখেছি। আদৌ সেই টাকা ফেরৎ পাবো কিনা জানি না। তবে প্রত্যেকের একই অবস্থা এবারের দুর্গাপুজোর দিনগুলি তেমনভাবে আনন্দে কাটনি। কারণ মাথায় একটা চিন্তা, যেভাবে টাকা-পয়সা দিনের পর দিন কষ্ট করে জমিয়ে সেই টাকা এই সমস্ত কোম্পানিতে রাখা হয়েছে। আদৌ টাকা পাবো কিনা জানিনা। তবে সেভাবে সিবিআই তদন্ত চলেছে তাতে অনেকটা ভরসা টাকা হয়তো ফেরৎ পেতে পারি। তবে বর্তমান কেন্দ্র সরকার তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে 'জন ধন' যোজনা প্রকল্প চালু করেছে, তা গরিব মানুষ খুব উপকৃত হবে। ইতিমধ্যে ক্যানিং আসা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জনধন যোজনা প্রকল্পে এই কয়েক দিনে প্রায় ১২হাজার নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হয়েছে।

চিটফান্ডই কেড়ে নিয়ে গেল সর্বস্ব

মুহুরৎ ট্রেডিংকে ঘিরে আশা জাগছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

শুদ্ধাশিস গুহ

ভারতীয় শেয়ার বাজারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন হল দীপাবলীর দিনটি। এই দিনটিতে যে কেউই নিজেকে পবিত্র মনে করেন। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে লগ্নির এই সংস্কৃতি চলে আসছে। যথারীতি এ বছরেও তার কোনও ব্যতিক্রম হবে না। বিশেষ করে এ বলেও মনে করা হচ্ছে। এই লেখা যখন মুদ্রিত হবে তখন ভারতীয় বাজার বেশ কিছুটা নিচে অবস্থান করছে। পুজোর রেশ কাটিয়ে আসার পর ভারতীয় নিফটি এবং মেতেছিল সেই দিনটিতে ভারতীয় নিফটি প্রায় শতাধিক পয়েন্ট এবং সেনসেক্স ৩০০ পয়েন্টের মতো হারিয়ে বসে। এর ফলে প্রাথমিক ভাবে একটু জড় হয়ে গিয়েছেন ট্রেডাররা। সবার মধ্যে নতুন করে একটা ভীতি জন্ম নিয়েছে। যে বাজার আরও কতটা নিচে আসতে পারে। বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন বাজার নাকি আরও অনেকটা নিচে আসবে। এমন কী দীপাবলীর মুহুরতের সময় ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার ভালো থাকবে না বলে এদের অভিমত। এদের বিরোধী গোষ্ঠীও রয়েছেন। যাঁরা মনে করছেন সামান্য কিছু কারেকশন হলে আরও নবরূপে ঘুরে দাঁড়াবে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স। এদের ধারণা নিফটি ৭ হাজার ৮ শো–র খুব নিচে আসবে না। বরং এই মুহূর্তে যে জায়গায় তার অবস্থান সেখান থেকে ফের উপরের দিকে ছুটে যাবে নিফটি এবং সেনসেক্স। এ সবকিছুই সময়ের অপেক্ষা। যার জন্য কর গুণতেই হবে আমাদের। তা বলে হতাশ হলে চলবে না। বরং ভালো সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং এই পড়তি বাজারে যে সব ভালো সংস্থার শেয়ার দর নিচে এসেছে তা ঝটাপট কিনে ফেলতে হবে। আর অতি অবশ্যই উপরে গেলে তা বিক্রি করে দিতে হবে।

আশা করা যায় মুহুরতের দিন লগ্নিকারীদের মন ভরিয়ে দেবেন মা লক্ষ্মী এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ। এক দিকে যখন তারাবাজি, এবং আতশবাজির রঙে আলোকিত গোটা দেশ তখন শেয়ার বাজারের পর্দাতেও থাকবে সেই খুশির ছোঁয়া। বেশি বেশি করে নীল রঙের বহিঃপ্রকাশ থাকবে কম্পিউটারের স্ক্রিনে এটাই কাম্য হবে শেয়ার গ্রহীতাদের। মোটামুটি এটা সকলে জানেন যে, শেয়ার বাজারের পর্দায় লাল হরফ আসা মানেই বিপদ সংকেত ঘনীভূত হওয়া। সম্প্রতি শেষ হওয়া যে দুটি খারাপ দিনের বিক্রি–বাট্টা নিয়ে কথা বলছিলাম তাতে লক্ষ্য করা গিয়েছে বাজারকে এতদিন যারা দু–হাত দিয়ে তুলে ধরেছিল সেই ওষুধ বা ফার্মা এবং আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরে ব্যাপক সংশোধনী দেখা দিয়েছে। এর ফলে অন্যরা বাড়তে চাইলেও ইনডেক্স এগোতে পারেনি। স্বাভাবিক মনে দেখলে বোঝা যায় এটা খুবই কাম্য এবং সাধারণ ঘটনা। কারণ এতদিন ধরে যে ফার্মা বা আইটি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাদের মধ্যে ছোটখাটো কারেকশন না হলে বাজারের পক্ষে তা হিতকর হয় না। এবার আশা করা যায় এই সব ক্ষেত্রে সংশোধনী সম্পন্ন হওয়ার পর ফের রকেটের গতিতে এগোবে নিফটি এবং সেনসেক্স।

আরও কিছুটা হয়তো দামের হের–ফের ঘটতে পারে বাজারে। তবে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠে অচিরেই ঘুরে দাঁড়াতে পারে অর্থনীতি। মনে রাখতে হবে এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থনীতি অনেকটাই তাকিয়ে রয়েছে মোদি সরকারের কার্যকলাপের দিকে। বিদেশি লগ্নিকারীরাও নজরে রাখছেন এই সরকার কতটা সংস্কারমুখী পদক্ষেপ নেন তার দিকে। এমনিতে বিশ্বায়নের পর থেকে বিশ্বের অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। কারণ চিনের পর ভারতের জনসংখ্যা সবথেকে বেশি। ফলে ভারতের বাজারের দিকে আমেরিকা, ইউরোপ সহ গোটা বিশ্বের নজর রয়েছে। এই বাজার দখল করার জন্য আমেরিকান সংস্থাগুলি যারপরনাই আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী মোদির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর তাতে আরও ইন্ধন যুগিয়েছে। তাছাড়াও চিন এবং জাপানের সঙ্গে নৈকট্য বাড়াবার চেষ্টা করছে এনডিএ সরকার।

অতীতেও অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতীয় শেয়ারবাজার ভালো পারফরম্যান্স করেছে। ফলে এটা মনে করা যেতেই পারে বিজেপির আর্থিক নীতি হয়তো বা দেশি এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের বেশি আকৃষ্ট করে। এমনিতেই পি চিদম্বরম যখন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় দেশের অর্থমন্ত্রী হন, তখন তাতে সাড়া দিয়েছিলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা। প্রণববাবুর রক্ষণশীল মনোভাবের থেকে চিদম্বরমের উদার অর্থনৈতিক মানসিকতা তাদের বেশি পছন্দ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ধোঁয়াশা কাটিয়ে পুঁজিবাদী মানসিকতার পথকে সমর্থন করেন এই এফআইআই বা ফরেন ইনভেস্টররা। মোদির অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি সংস্কারপন্থী এবং আধুনিক বলে পরিচিত। এখন দেখতে হবে দেশীয় রক্ষণশীলতার বুনন অতিক্রম করে কত তাড়াতাড়ি ভারতের গ্রাফ উঠে আসতে পারে। এমনিতে আমেরিকান সংস্থা এস অ্যান্ড পি অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ভারতীয় বাজার সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক মনোভাব পালটে ফেলেছে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো খবর। কিন্তু কিছু বিরূপ প্রভাবও বাজারকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। তা হল কোল ব্লক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং অতি অবশ্যই মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন। আগামী ১৫ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে ভোট। যে নির্বাচনে ইতিমধ্যে জোট ভেঙে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চতুর্মুখী লড়াই। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর দেশে যে কটি উপনির্বাচন হয়েছে তাতে খুব ভালো ফল করেনি বিজেপি। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা চাপে রেখেছে পদ্মফুলকে। একইসঙ্গে গোটা দেশ এবং শেয়ার বাজারও তাকিয়ে রয়েছে এই ফলাফলের দিকে। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেই এই ভোটে দলকে জেতাতে প্রধান কান্ডারীর ভূমিকা নিয়েছেন। এই ফল ছাড়াও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন ফেডের মনোভাবও মেপে নিতে চাইছে বাজার। তাই অক্টোবর মাস জুড়ে একটা মন্দার ছায়া দেখা দিয়েছে সাময়িকভাবে। এই সময় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে লক্ষ্য থাকবে সকলের। তা হল কোম্পানিগুলির ষান্মাসিক ফলাফল।

অর্থনীতি

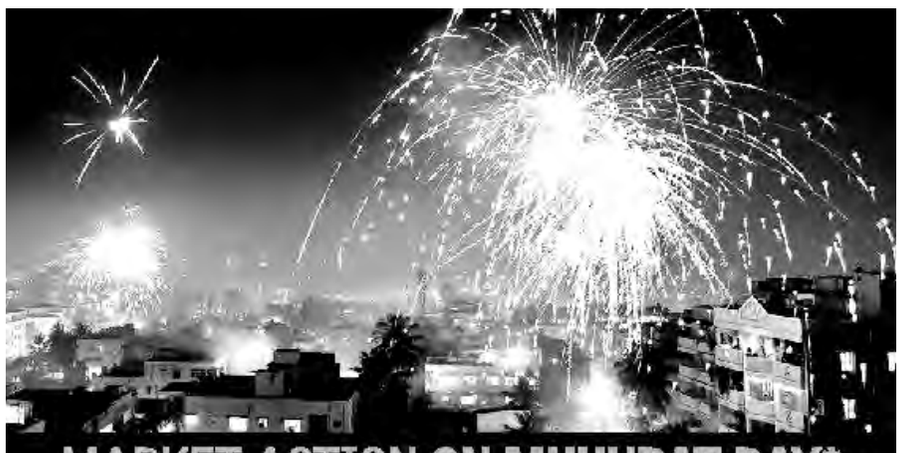

MARKET ACTION ON MUHURAT DAY*

Muhurat dates	No of securities traded	Traded quantity (lakhs)	Traded Value (Rs crore)
21.10.2006	939	816.4	1593.2
09.11.2007	1142	1777.1	3183.2
28.10.2008	1226	1251.4	1557.1
17.10.2009	1278	2106.4	3806.1
05.11.2010	1425	2390.7	4223.7

অল্প কিছুক্ষণের জন্য বেচাকেনা করেন শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরা। এখানে অবশ্যই লাভের লক্ষ্য থাকে তাঁদের। কিন্তু তা হলেও এই শুভ মুহূর্তে কোনও সওদা করতে পারলে বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের থেকে অনেক কিছু আশা করছে দীপাবলীর দিনটি। মুহুরতের সাফল্যের ওপর ভারতীয় বাজারের আগামী দিনের গতিপথ ধাবিত হবে সেনসেক্স নিম্নমুখী অবস্থান নিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত যেসব সেক্টর ভারতীয় বাজারকে শক্তি উৎপাদন করত এবারে তাতেও সংশোধনী বা কারেকশন শুরু হয়েছে। গত বুধবার, ৮ অক্টোবর এবং তার আগের দিন ৭ অক্টোবর ভারতীয় শেয়ার বাজারে এই নিচু অবস্থান দেখা গিয়েছে। ৭ অক্টোবর মঙ্গলবার বাঙালি যখন লক্ষ্মী পুজো নিয়ে

বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবস্থাপনায় এখন বেড়েছে অনেক কাজের সুযোগ

এইট পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায়

গত সংখ্যার শেষাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এইট পাশ বা, মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে পারেন। ভর্তি নেওয়া হয় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। সরকারি অইটিআই ছাড়াও এনসিভিটি অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়।

ডিপ্লোমা কোর্স : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয় এইসব পলিটেকনিকে (১) এবিএস অ্যাকাডেমি অফ পলিটেকনিক, বর্ধমান, (২) এএমএস কলেজ অফ পলিটেকনিক, (৩) আর্যভট্ট ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, (৪) বাসন্তিকা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বীরভূম, (৫) বিকে রায় ইনস্টিটি অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, (৬) বেঙ্গল কলেজ অফ পলিটেকনিক, (৭) বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক, (৮) বিষ্ণুপুর পাব্লিক ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, (৯) বজবজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (১০) ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, হাওড়া, (১১) ক্যামেলিয়া ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক, বর্ধমান, (১২) ডিসকভারি ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক, (১৩) ডোমকল পলিটেকনিক, (১৪) দুর্গাপুর পলিটেকনিক, বর্ধমান, (১৫)এলিট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, হুগলি, (১৬) গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, (১৭) গোবিন্দপুর পলিটেকনিক কলেজ, (১৮) গোন্দিপুর সেফালি মেমোরিয়াল পলিটেকনিক, (১৯) ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, (২০) জাকির হোসেন ইনস্টিটিউট অফ পলিটেকনিক, (২১) জেআইএস স্কুল অফ পলিটেকনিক, কল্যাণী, নদিয়া, (২২) জেআইএস স্কুল অফ পলিটেকনিক, কল্যাণী, নদিয়া, (২২) জেএল ডি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, (২৩) কিস্টেন পলিটেকনিক কলেজ, (২৪) মিনার্ভা পলিটেকনিক, (২৫) এনএম পলিটেকনিক কলেজ, বর্ধমান, (২৬) নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (২৭) নিবেদিতা পলিটেকনিক, (২৮) পৈলান টেকনিক্যাল ক্যাম্পাস, জোকা, (২৯) আরপিবিএম জিয়াগঞ্জ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, (৩০) রাজেন্দ্র কলেজ অফ পলিটেকনিক, (৩১) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, (৩২) রিজেন্ট ইনস্টিটিউটঅফসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, (৩৩) শান্তিনিকেতন ইনস্টিটিউটঅফ পলিটেকনিক, (৩৪) সরোজ মোহন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (২৫) শ্রীরামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, (৩৬) সাউথ ক্যালকাটা পলিটেকনিক, বারুইপুর, (৩৭) স্বামী বিবেকানন্দ স্কুল অফ ডিপ্লোমা, বর্ধমান, (৩৮) টেকনিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, (৩৯) দ্য নিউ হরাইজনস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৪০) এজেসি বোস পলিটেকনিক, (৪১) এপিসি রায় পলিটেকনিক, (৪২) আসানসোল পলিটেকনিক, (৪৩) বান্দোয়ান পলিটেকনিক, (৪৪) বাঁকুড়া গভঃ পলিটেকনিক, (৪৫) বারুইপুর গভঃ পলিটেকনিক, (৪৬) বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৪৭) বিপিসি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৪৮) সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক, (৪৯) কাঁথি পলিটেকনিক, (৫০) কোচবিহার পলিটেকনিক, (৫১) দার্জিলিং পলিটেকনিক, (৫২) হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, (৫৩) আইপিভি পলিটেকনিক, (৫৪) জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক, (৫৫) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক, (৫৬) কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, (৫৭) কন্যাপুর পলিটেকনিক, (৫৮) মালদা পলিটেকনিক, (৫৯) এমবিসি ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, (৬০) নর্থ ক্যালকাটা পলিটেকনিক, (৬১) পুরুলিয়া পলিটেকনিক, (৬২) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, (৬৩) শিলিগুড়ি গভঃ পলিটেকনিক, (৬৪) শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পপীঠ, (৬৫) দ্য ক্যালকাটা পলিটেকনিক।

সার্টিফিকেট কোর্স : কোন কোন আইটিআই'এ ইলেক্ট্রিসিয়ান ট্রেড পড়ানো হয়: (১) আই টি আই টালিগঞ্জ, (২) আই টি আই হাওড়া হোমস, (৩) আই টি আই, কল্যাণী, (৪) আই টি আই, দুর্গাপুর, (৫) আই টি আই হলদিয়া, (৬) আই টি আই মালদা, (৭) আই টি আই কোচবিহার, (৮) আই টি আই, ফুলিয়া, নদিয়া, (৯) আই টি আই রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান, (১০) আই টি আই, ছোটোজাগুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, (১১) সতীশচন্দ্র আই টি আই, (১২) আই টি আই সারাকোণ, বাঁকুড়া, (১৩) রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পবিদ্যালয়, বেলুড়মঠ, (১৪) সেন্ট জেভিয়ার্স আই টি সি, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, (১৫) রামকৃষ্ণ মিশন আই টি সি নরেন্দ্রপুর, (১৬) জে এল ডি, প্রাইভেট আই টি আই, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, (১৭) রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া, (১৮) ডন বসকো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, পার্ক সার্কাস, (১৯) আই আই এম, বেলঘরিয়া, (২০) কুইভান প্রাইভেট আই টি আই, (২১) জে আর এস ই টি আই টি সি, নদিয়া, (২২) প্রফেসর এস এম বোস প্রাইভেট আই টি আই, বাঁকুড়া, (২৩) প্রগতি প্রাইভেট আই টি আই, মুর্শিদাবাদ, (২৪) প্রণবানন্দ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বীরভূম, (২৫) আসানসোল পলিটেকনিক, (২৬) ইস্টইন্ডিয়া টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বর্ধমান, (২৭) প্রাইভেট আই টি আই, মানকর, বর্ধমান, (২৮) গৌরীদেবী প্রাইভেট আই টি আই, বর্ধমান, (২৯) আর এ সাহা প্রাইভেট আই টি আই, (৩০) বর্ধমান এ পি সি রায় প্রাইভেট আই টি আই, (৩১) হুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার, (৩২) সারদা মা প্রাইভেট আই টি আই হুগলি, (৩৩) ইউনিক প্রাইভেট আই টি আই, জলপাইগুড়ি, (৩৪) তমলুক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার, পূর্ব মেদিনীপুর, (৩৫) নন্দীগ্রাম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, পূর্ব মেদিনীপুর।

এছাড়াও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল :

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট। ফোন : ৯৮৩০৬১৫২৫০। (২) বহরমপুর প্রগতি। ফোন: ৯৪৭৬১৭৩৭৩৮। (৩) রানাঘাট এস বি টি আই। ফোন: ৮১৫৮০১১৩৮৩। (৪) জে এল ডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার। ফোন: (০৩৩) ২৪৮১–৬৪৯১। (৫) টাইম প্রাইভেট আই টি আই। ফোন: (০৩৩) ২৫৪৪৪৬৪৪। (৬) কারিগরি শিল্প নিকেতন প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ফোন: ৯৮৩০৬১৫২৫০। (৭) গ্যাট আই টি আই, মুর্শিদাবাদ। ফোন: ০৩৪৮৪–২৫৫৮৬৬। (৮) দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ফোন: ২২২৭–২৬০৫।

ব্যবসার পথ: ইলেক্ট্রিশিয়ানের ট্রেনিং নিয়ে ধরাবাঁধা চাকরি করতে না চাইলে স্বনির্ভরতার পথ বেছে নিতে পারেন। গৃহস্থ বাড়ি, ফ্ল্যাট বাড়িতে যেমন ইলেক্ট্রিশিয়ান হিসাবে কাজের সুযোগ আছে, তেমনি অফিস আদালত, কলকারখানায়ও কাজ করতে পারেন। এছাড়া ভালো পুঁজি থাকলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান করে ভালো আয় করা যায়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সস্তায় কিনতে পাওয়া যায় কলকাতার চাঁদনি বাজারে। তবে পেশাদারি কাজের জন্য লাইসেন্স থাকাটা বাধ্যতামূলক। এই লাইসেন্স দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টরেট অফ ইলেক্ট্রিসিটি বিভাগ। সেজন্য নিধারিত পরীক্ষায় বসতে হয়। এই বিষয়ে যাবতীয় খোঁজখবর পেতে হলে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: মুখ্য বিদ্যুৎ পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ লাইসেন্স বোর্ড, ১১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা–৭০০০০১।

কাজের খবর

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০১৪

মেষ: হতাশায় ভুগতে হবে। পরিকল্পিতভাবে কার্যগুলিতে সফলতা আসবে না। নিজের জেদ বা অহঙ্কারকে দূরে রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলে অবশ্যই শুভ ফল পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর লক্ষিত হবে।

বৃষ: মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটলেও শেষপর্যন্ত সাফল্য না আসায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বহুবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। আয় মনের মতো না হলেও ক্ষতিকারক হবে না। লেখ্য পরীক্ষায় যোগ বিদ্যমান।

মিথুন: আগের জমা আশাগুলি বর্তমানে কিছু কিছু কার্যে পরিণত হবে। স্নেহ প্রীতিলাভের বেশ দেখা যায়। অন্যের কুপরামর্শ থেকে সাবধান থাকবেন। সন্তান–মতান্তর ক্ষেত্রে অসুস্থতার যোগ রয়েছে। গৃহে কল্যাণকর অনুষ্ঠানের যোগ।

কর্কট: সপ্তাহের প্রথম দিকটা ভাল না গেলেও পরবর্তী দিনগুলি শুভফলের কারক হবে। কারণ অকারণে অনেক খরচ হয়ে যাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুভ যোগাযোগ লক্ষিত হয়। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ: অন্যের দায়িত্বভার গ্রহণ না করাই ভাল। আয়ের উৎস সন্ধানে শুভ ফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ্য রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মায়ের অসুস্থতার জন্য অর্থ ক্ষতির যোগ দেখা যায়। ব্যবসায় আংশিক শুভ হবে।

কন্যা: চেষ্টা করলেন বেকারত্বের ভ্রসান হওয়া সম্ভব। সুনাম ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। পরীক্ষাবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। বিরোধীয় বিষয়ে জয়লাভ করবেন। রাস্তাঘাটে প্রতারণার যোগ।

তুলা: মনের ইচ্ছা অনেক। কিন্তু সেগুলি বর্তমান কাজে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা সৃষ্টি হবে। অজানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে যাবেন না। ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বন্ধুরা ভুলপথে পরিচালিত করতে পারে।

বৃশ্চিক: নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিষএয় একাধিক যোগাযোগ লঙ্ঘিত হবে। মনের শক্তি কোনও বাধাতে রোধ করতে পারবে না। মাথাধরা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি এবং শুক্র তাঁর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি বা এবিষয়ে কিন্তু শুভ হবে।

ধনু: আঘাত কিছু আসবে। সামলে নিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ থাকলেও প্রাণ বেঁচে পারেন। ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। নাতিদূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মকর: যোগাযোগ যেগুলি আসছে সেইগুলি এমনই কার্যকরী হবে না। উচ্চশিক্ষার যে আশা আছে সেগুলি সাফল্যে পরিণত হবে। কর্মে যোগাযোগ নিলেও ক্ষতি করতে পারবে না। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়।

কুম্ভ: ব্যবসা–বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বহু শুভ যোগাযোগ ঘটবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। অবৈধ মেলামেশাকে কেন্দ্র করে ক্ষতি হওয়া সম্ভ ব। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ অশান্তির কারণ হবে।

মীন: আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। দায়িত্বপূর্ণ কাজ গুলিতে শুভমান পাবেন। যারা জমিজ–জমা গৃহ–ভূমি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত তারা সফল হবেন। লেখাপড়া সম্বন্ধে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

আদিবাসীদের শারদ উৎসব রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার

দীপক বড় পণ্ডা

দুর্গা পুজোর মাস আদিবাসী সাঁওতালদের খুব দুঃখের মাস। এখন ধান কাটার সময় নয়। হাতে কারোর টাকা–পয়সা নেই। এই মাস তাঁদের জীবন যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়। এই মাসকে তাঁরা বিদায় জানাতে বেশি উৎসাহী। তাই, দুর্গা পুজোর দিনগুলিতে এঁরা আয়োজন করেন দাঁসাই পরব। কান্নার সুরে গান গেয়ে ঘরে ঘরে 'সাহায্য' তোলেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী গ্রামে গ্রামে চলেছে দাঁসাই পরবের আয়োজন। গ্রামের ঘরগুলো নিকানো। মাটির দেওয়ালে গ্রামীণ আলপনা। আশ্বিনের প্রথম কৃষ্ণা একাদশীতে পরবের উদ্বোধন হয়। চলে শারদ দ্বাদশীর অপরাহ্ন পর্যন্ত। ভেসে আসে ভুয়াং গানের সুর। আদিবাসীরা গান করেন–

হায় হায় মানমী জনম লেন
হায় হায় জ্বালা পুরীরে
হায় হায় মানমী রেঞদহ কিন
হায় হায় জ্বালা পুরী দে।

ভয়াং গানের মহড়া শুরু হয়েছে। বাজছে ভুয়াং, কেঁদারি, ঘন্টা, বাঁশি আরও অনেক কিছু। করুণ সুর মনটা উদাস করে দেয়।

পুরো আশ্বিন মাস ভুয়াং–এর দল বাড়ি বাড়ি যান। দুর্গাদেবী, রাম, লক্ষ্মণ ছাড়াও পুরানের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে গান বাঁধা হয়। গৃহস্থ চাল, ডাল যার যা ক্ষমতা তাই দেন। অবশেষে দিনের শেষে একসঙ্গে রান্না এবং খাওয়া।

বিজয়া দশমী একাদশীর দিন ভুয়াং মেলা জমে ওঠে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভুয়াং–এর দল আসে। চারিদিকে শোনা যায় ভুং ভুং আওয়াজ। লাউয়ের খোলা, ওপরে দড়ি বাঁধা। এই যন্ত্রের নাম ভুয়াং। ভুয়াং শিল্পীরা নাচছেন। মাথায় ময়ূরপুচ্ছ। বুনো ফুলের মালা। পরণে শাড়ি মালকোচা মারা। ভুয়াং নাচটা মূলত পুরুষদের। ভুয়াং নাচের আর একরকম রূপ হচ্ছে শিকার নৃত্য। এটি একা একা নাচা হয় না। দলবদ্ধভাবে নাচা হয়।

ভুয়াং নাচ–গান থেকেই আয়োজন হয় ভুয়াং মেলা। ভুয়াং মেলারও ধরণ বদলেছে। এখন বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক দলগুলো ভুয়াং মেলা পরিচালনা করছে। স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে দলগুলো।

এইসব কথা বলছেন স্থানীয় মানুষরাই। তবে ইদানিংকালে আদিবাসী মহল্লাতেও রাজনৈতিক দলগুলো দুর্গা পুজোর আয়োজন করছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থানার কাঁকরাঝোড়ে গত কয়েকবছর শুরু দুর্গা পুজো। এরফলে মাহাত সম্প্রদায় এবং আদিবাসীরাও দুর্গা পুজোর রীতি–আচার মেনে চলছেন।

এই প্রবণতা ভালো না খারাপ সেটা সময় বিচার করবে। এইটুকু বলা যেতে পারে, এর ফলে অধিক সংখ্যক মানুষের সংস্কৃতি গ্রাস করছে অল্প সংখ্যক মানুষের সংস্কৃতিকে। এতে তো হারিয়ে যাবে, আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব বিশ্বাস, আচার–আচরণ। আমরা কি একবার ভেবে দেখব না?

বিসর্জনে বিশৃঙ্খলা, বোমা–গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : পুজো নির্বিঘ্নে কাটলেও বিসর্জনের দিন অশান্তি ছড়ালো সোনারপুরে। ঠাকুর ভাসানকে কেন্দ্র করে সিঁদুর খেলা, মেয়েদের কটূক্তি, বচসা, হাতাহাতি, বোমা–গুলি। অবশেষে পুলিস এসে পরিস্থিতি সামলায়।

ঘটনায় প্রকাশ, চকজগদ্দল যুব সংঘ সোনারপুর ও বিষ্ণুপুর থানার সীমান্তে অবস্থিত একটি নামকরা পুজো। বিষ্ণুপরের কুলেরদাঁড়ি এলাকার গা ঘেঁষা এই পুজোকে ঘিরে বসে মেলা। জনসমাগম হয় বিস্তর। এবার পুজো কাটে নির্বিঘ্নে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না বিসর্জনের দিন।

ভাসানের জন্য ঘাটে প্রতিমাকে ঘিরে শুরু হয় সিঁদুর খেলা। মেয়েদের সুরক্ষিত রাখতে সংঘের ছেলেরা ঘিরে রাখে এলাকা। প্রায় রাত ১০টার সময় মোটর বাইক আরোহী চার মদ্যপ যুবক এসে কটূক্তি করে মেয়েদের উদ্দেশ্যে। প্রতিবাদ করতেই শুরু হয় মহিলাদের নিয়ে টানাটানি। চার যুবককে ধরতেই খবর যায় দলবলের কাছে। ইতিমধ্যে বিসর্জন হয়ে গেলেও গাড়ি করে উপস্থিত হয় জনা কুড়ি ছেলে। শুরু হয় বোমাবাজি, চলে গুলিও। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মেয়েরা ছুটতে তাকে এদিক ওদিক। বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে।

প্রথমে ছুটে আসেন সোনারপুর থানার এস আই আশিস চক্রবর্তী। পরে উপস্থিত হন আইসিও এসডিপিও। ইতিমধ্যে ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঁচটি দোকান, একটি গাড়ি, গুলিবিদ্ধ হন পাড়ার এক যুবক। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ধরা হয় রাজু কুমীর নামে বছর ৩০এর এক যুবককে।পুজো কমিটির সভাপতি মিলন মাকালের অভিযোগ এইসব যুবকরা কুলেরদাঁড়ি এলাকার কুখ্যাত স্বভাবের লোকজন। স্থানীয় লোকজন জানান এই সাগর শাসকদলের মদতপুষ্ঠ। অভিযোগ দায়ের হয়েছে সোনারপুর থানায়। কেস নম্বর ১৬৫৩/১৪। সাগর সহ বাকিদের ধরতে চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নয়া জেলা কমিটি

সুজয় চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকার পর ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বিএমএস) দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা কমিটি গঠন করল। এই জেলা কমিটির উদ্যোগে এবারে আমতলা বাজারের কাছে একটি বুক স্টল দেওয়া হয়। যার মূল

বিএমএস

উদ্যোক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলাদ্রী পাল ও সহ–সভাপতি অসীম কয়াল। এই বুক স্টল–এর পেছনে প্রেরণা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কার্যকর্তা পবন চৌধুরী ও স্থানীয় সমাজসেবক তপন ঘোষ। এই স্টল দুর্গা পুজোর ৪ দিন ধরে চলে এবং ভারতের সবচেয়ে বড় অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন বিএমএস–এর আদর্শ প্রচার করে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা ও বজবজ অঞ্চলে বিভিন্ন বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে বিএমএস সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চলেছে। বিএমএস–এর আদর্শ হল, 'শ্রমিকের জাতীয়করণ, শিল্পের শ্রমিকিকরণ ও রাষ্ট্রের শিল্পায়ন'।

এর প্রতিষ্ঠাতা প্রচারক দত্তপন্থ ঠেংড়ি যিনি পঞ্চাশের দশকে গুরু গোলওয়ালকর–

এর প্রেরণায় এই অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন শুরু করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে একটি জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। বিএমএস মে দিবসের বিকল্প হিসাবে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী বিশ্বকর্মা দিবসকে শ্রমিক দিবস হিসাবে পালন করে। একসময় মহেশতলা–বজবজ, গার্ডেনরিচ–বি এন আর, খিদিরপুর অঞ্চলে যে বি এম এস পরিচালিত ইউনিয়নগুলি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল তা বেশির ভাগই আজ মৃত। উল্লেখযোগ্য ইউনিয়নগুলির মধ্যে সেঞ্চুরি প্লাই, তারাতলা মিন্ট ও ব্রেথওয়েট কোম্পানির বি এম এস ইউনিয়নের নাম করা যায়।

নোদাখালি থানা এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে উদ্‌যাপিত হল শারদোৎসব ও ইদুজ্জোহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকায় ৫৩ টি সার্বজনীন দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছিল। নির্বিঘ্নেই উৎসব সম্পন্ন হয়। নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি এবারও শারদ সম্মানের আয়োজন করেছিল। অষ্টমীর দিন থানার আই সি শান্তিনাথ পাঁজা চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচার পর্বে সমন্বয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পুজো পরিক্রমায় অংশ নেন। থানা এলাকার মধ্যে রায়পুর বাজার, ফুলতলা, রথতলা, চকমানিক, বিড়লামোড় সার্বজনীন পুজো কমিটি অনেকেরই নজর কেড়েছে।

কম বাজেটের পুজোর মধ্যে আলমপুর শিবতলা, জাগৃতি সংঘ, কালীনগর সার্বজনীন পুজো কমিটির আয়োজন বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে এখনও চূড়ান্ত ফলাফল হয়নি। সামগ্রিকভাবে সবকিছু বিচার বিবেচনা করে সমন্বয় কমিটি ফলাফল ঘোষণা করবে।সমন্বয় কমিটির সকল সদস্য

স্বীকার করেন নোদাখালি থানার আই. সি এবার ব্যাপক তৎপরতা দেখিয়েছেন উৎসবকে কেন্দ্র করে, ইদুজ্জোহার দিনও থানার আই. সি.র নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটি থানা এলাকা পরিদর্শন করেন।

পুজোয় বেহালা জুড়ে বিজেপির স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে কেন্দ্রের মোদি সরকারের হাওয়ায় উজ্জিবিত রাজ্য বিজেপি এবারে বেহালায় সর্বোচ্চ সংখ্যক বুক স্টলের আয়োজন করে। দুর্গাপূজার সময় প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডে ছিল বিজেপি–এর উপস্থিতি। এই স্টলগুলির বেশিরভাগের পেছনে ছিল আর এস এস–এর প্রেরণা, যেমন শ্রীপবন চৌধুরী (প্রাক্তণ জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ) এর প্রেরণায় স্টল দেওয়া হয় ১৩০ নং ওয়ার্ডে বন্ধু দল ক্লাবের কাছে যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পবন কুমার ঝা। ১২৯ নং ওয়ার্ডে বেহালা বিবেকানন্দ পল্লীর কাছে বিজেপি স্টলের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সন্দীপ রায়। এরকম সখের বাজার, চৌরাস্তা, ঠাকুরপুকুর এলাকাতেও বিজেপির স্টল দেখা যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিজেপি এ রাজ্যে নতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে।

অন্যদিকে সি পি আই এম এর উদ্যোগে বেহালা শীলপাড়ার কাছে একটি বুক স্টল ও বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে অন্য আরেকটি স্টল দেওয়া হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতা জেলার উদ্যোগে বরাবরের মতো এবারেও পুজোর সময় একটি বুক স্টল দেওয়া হয় বেহালা শীলপাড়ার কাছে। যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পরিষদের জেলা কমিটির সহ সভাপতি পবন চৌধুরী, সম্পাদক অক্ষয় কুমার সারেঙ্গী, বিজেপি নেতা শংকর চক্রবর্তী, সঞ্জীব চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। স্টলের মূল বিষয় ছিল বর্তমানে অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ এবং দেশজোড়া সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা। এর আগে পরিষদের উদ্যোগে বৃহৎ আকারে বেহালায় একটি জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় যাতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩ হাজার মানুষ। আগামী মাসে একটি রক্তদান শিবির পরিচালনার পরিকল্পনাও পরিষদ করছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করতে তৎপর হয়েছে ভিএইপি। এই লক্ষ্যে দুর্গা পুজোকে হাতিয়ার করেছিল এই হিন্দুবাদী সংগঠনটি।

অবৈধ তেলের গুদামে আগুন

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: গত বুধবার রাত্রে একটি অবৈধ তেলের গুদামে আগুন লাগলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার পশ্চিম দিঘির পাড় বাগপাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পশ্চিম দিঘির পাড় বাগপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় বাগ (ডাক নাম ক্যাবলা) বেশ কয়েক দিন ধরে অবৈধভাবে তেলের গুদাম করে কাটা তেল বিক্রি করছিল। এদিন হঠাৎ–ই অবৈধ তেলের গুদাম ঘরটি প্রকাণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে। আগুনের গোলা উপরের দিকে ঠেলে ওঠে। ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের ২টি ইঞ্জিন। এক ঘন্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গুদামের মালিক সঞ্জয় বাগ পলাতক। খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে এলাকায় এই ধরনের গোলযোগ ঘটায় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বিপন্নবোধ করছেন। এর আশু প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীপুজোর কাউন্টডাউন শুরু

মলয় সুর

চন্দননগর: চন্দননগরে বেজে উঠল আগমনীর আনন্দসুর, সঙ্গে উৎসবের মেজাজ, দুর্গাপুজোর ঠিক একমাস পরেই এই পুজো হয়। কলকাতার দুর্গাপুজার মতো পুজো। এই শহরের সঙ্গেই জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম জড়িয়ে রয়েছে।

প্রতিবছরই দুর্গাপুজোর ঠিক একমাস পরেই এই পুজো হয়। কলকাতার দুর্গাপুজার মতো সমাগম হয় এই শহরে। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক শিল্পীদের হাতের নৈপুণ্যে ফুটে ওঠে কারুকার্য্য।

পুজোর কয়েকটা দিন স্থানীয় মানুষজন মেতে ওঠেন আনন্দের আবহে। দশমীর দিন চন্দননগরের বিসর্জন বাংলার এক ঐতিহ্য, আলোকসজ্জা ও বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে ভীড় করেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এবার চন্দননগর কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির আওতায় পুজোর সংখ্যা ১৫১টি। এছাড়াও প্রায় ৩৫০টি পুজো রয়েছে ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু ও চন্দননগরে। ভদ্রেশ্বর থানার অধীনে ৩৯টি বারোয়ারি কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া ১১২টি পুজোমণ্ডপ চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির আওতায়।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ বলেন, এবারের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে ৫৮টি বারোয়ারি। লরি থাকবে ২০৫টি, ২৪৩টি লরি ছিল, সহ–সম্পাদক অশোক গোস্বামী জানান, এবারে তিনটি বারোয়ারির জুবিলি রয়েছে। এর মধ্যে তেলিনীপাড়া কালীতলা ৬০ বছরে পদার্পণ করল, চন্দননগর হাজিনগর লিচুতলা ৭৫ বছর পালন করবে। এছাড়া লালবাগান পুজো কমিটির ৬০ বর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির সহ সম্পাদক রাজ্য তৃণমূলের ছাত্র সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, ফরাসি শহর চন্দননগরের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রেখে জগদ্ধাত্রী পুজোর উৎসব হবে।

এরজন্য কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি এবং পুলিশ প্রশাসন বহিরাগত দর্শনার্থীদের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। তেমাথা সুভাষ জাগরণ সংঘ কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন কাঠামো পুজো করল। এই পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ দাস বলেন, আমরা বরাবরই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন কাঠামো পুজো করি।

এবার আমরা ৫৩ বছরে। পুজো কমিটির যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত সাধুঁখা ও বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন, এবারে মেদিনীপুরের কাঁথির ডেকরেটার্স অসাধারণ বৌদ্ধমন্দির দর্শনার্থীদের উপহার দেবেন। জিটি রোডের ধারেই এই পুজামণ্ডপ তাই পুজোর কটাদিন ভালো ভীড় হবে বলে উদ্যোক্তরা আশা করছেন।

দশমীর দিন ও কোজাগরী লক্ষ্মী পুজার দিন থেকেই এই শহরে শুরু হয়ে গেল মা জগদ্ধাত্রীর কাঠামো এখানকার পুজো মণ্ডপ। থিম নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: গত রবিবার সকালে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরার সময় হঠাৎই বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয় হালদার নামের এক মৎস্যজীবীর। বাড়ি কুলতলির ধড়াবাগদা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে গোসাবার ন–বাঁকী জঙ্গলে। মৃত্যুঞ্জয় সহ আরো ২ জন মৎস্যজীবী গত ৪ অক্টোবর সকালে একটি নৌকা করে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। হঠাৎ বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের। জখম মৎস্যজীবী হরিদাস হালদার, বিধান নস্কর চিকিৎসাধীন। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর সৌমিত্র দাশগুপ্ত জানান তারা অবৈধ ভাবে মাছ কাঁকড়া ধরছিল। এদিকে মৎসজীবীর এই মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে সন্নিহিত অঞ্চলে। প্রশাসনের কথায় এরা হয়তো অবৈধভাবে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে এবং পেটের তাগিদেই এরা এই ধরনের কাজ করে থাকে।

সাতগাছিয়ার কামরায় সাংসদ ও বিধায়ক কোটায় বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর, মহাষষ্ঠীর দিন সাতগাছিয়া বিধানসভার কামরা অঞ্চলে দেবাঞ্জলি ক্লাবের উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই মহৎ কাজটি হয়। সভায় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সভাপতি স্বপন রায়, সহ সভাপতি শ্রাবণী সাহা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস সামন্ত, উপপ্রধান গোষ্ঠ বিশ্বাস প্রমুখ। বলেন, প্রতি বছরই আমাদের অঞ্চলে এই বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। এ বছর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ শাড়ী, ধুতি, বাচ্ছাদের জামাপ্যান্ট দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। প্রায় ২০০ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিধায়ক সোনালী গুহর কোটায় এই বস্ত্র বিতরণ হয়। কামরা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১১ অক্টোবর – ১৭ অক্টোবর, ২০১৪

সন্ত্রাস নিয়ে রাজনীতি নয়

অখণ্ড ভারত থেকে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তান–বাংলাদেশ জুড়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টির মূল উৎস স্বনামে বেনামে তৈরি হওয়া মৌলবাদী নানা উগ্রসংগঠন যারা মূলত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির এজেন্ট হিসাবে কাজ করে চলেছে। অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সীমানায় উত্তেজনা সৃষ্টির একচেটিয়া সত্ব উপভোগ করত। রুশ–মার্কিন ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগ শেষ হবার পর বিশ্বসন্ত্রাসের অভিমুখ কিছুটা পাল্টে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেন্টাগনের শান্তিরক্ষার হামলা, মিশর সিরিয়ার নিরীহ মানুষের রক্তপাতের সঙ্গে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ও হিন্দুদের ওপর হামলার মধ্যে মূলগত তফাৎ বিশেষ কিছু নেই। কোথাও শান্তির নামে কোথাও বা স্রেফ ধর্মের জেহাদে।

দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে বর্ধমান জেলার একটি দুর্ঘটনাগত কারণে উগ্রপন্থীদের ডেরায় বিস্ফোরণ ঘটে, সেই সূত্রে আন্তর্জাতিক এবং মৌলবাদী উগ্রপন্থীদের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের নবতম চারণভূমি হিসাবে বাংলার মাটিকে ব্যবহার করার চক্রান্ত অনেকটাই প্রকাশ্যে এসেছে এবং আশা–করা যায় প্রকৃত তদন্ত হলে সমস্ত সত্য সামনে চলে আসবে। চক্রান্ত আর মৌলবাদীদের জেহাদে ভারতের মাটি, বাংলার মাটি অতীতে বারংবার রক্তাক্ত হয়েছে। তাজ হোটেল জঙ্গী হামলা, কাসবদের স্মৃতি আজও ভারতবাসীর মনে বিষাদের ছোঁয়া এনে দেয়।

বর্ধমান বিস্ফোরণ কান্ডে তদন্তে কাউকে আড়াল করা নয়, কোন রাজনীতি নয়, দেশদ্রোহীশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ নয়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে শক্ত হাতে এইসব দেশবিরোধী শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

অতীতে রাজনীতির স্বার্থে দেশের স্বার্থকে বলি দেওয়ার কুফলে ভুগতে হচ্ছে উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রকেই। সন্দেহজনক যে সমস্ত সংগঠন উগ্রপন্থায় মদত দেয় তাদের দিকে নজরদারি বাড়ান জরুরি। বাংলার সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণ চক্রে হদিশ মিলেছে একটি মাদ্রাসার। আপাত নিরীহ ওই মাদ্রাসায় মূলত মহিলা জঙ্গীদের তৈরি করা হত বলে খবরে প্রকাশ। রাজ্যের মাদ্রাসা বোর্ডকেও কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। তাদের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতে কোন সাম্প্রদায়িক উস্কানি মূলক কার্যকলাপ প্রশ্রয় না পায়।

অমৃত কথা

৩২৩ কোনও গ্রামে এক সাধ্বী সতী বাস করতেন, অনেক কাল পরে তাঁর অন্তিম দশায় কপালে সিন্দুর, হাতে শাঁখা ও লাল পেড়ে কাপড় পরিয়ে যখন তাঁকে গঙ্গা যাত্রা করছিল, তখন একজন গ্রামের লোক দেখে কেঁদে বললে, 'হায়! হায়! এতকাল পরে আমাদের গ্রাম সতীহীন হল সাধ্বী সতী সেই কথা শুনে তার দিকে চেয়ে বললেন, ''আগে যাই তারপর বোলো'

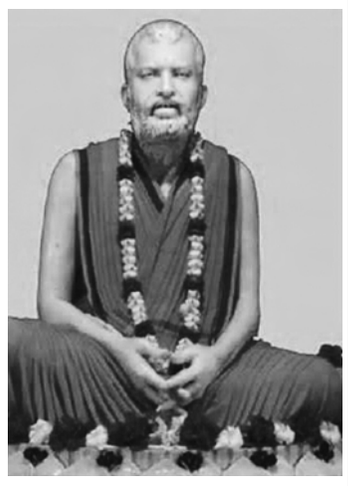

মররে নারী উড়বে ছাই।

তবে নারীর গুণ গাই।।

৩২৪ পরমহংসদেব কাউকে কাউকে বলেছিলেন, 'আমি যতটুকু করতে বলি তোমরা ততটুকু করতে পারবে কি? তবে ষোলোটা বললে যদি একটাও করতে পার তবে যথেষ্ট হবে।'

৩২৬ কাদা ঘাঁটা ছেলের স্বভাব, মা কিন্তু থাকতে দেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে গা সাফ্ করে দেন। মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, ভগবান তার উদ্ধারের পথ করে দেনই দেন।

৩২৭ ব্রাহ্ম–সমাজের কোনও কোনও লোককে ভালোবেসে তিনি বলেছিলেন, 'ওরে পোদো, তোর বাগান গুনে কি লাভ হবে দুটো আম খা, শরীরটা ঠাণ্ডা হোক।' অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে মিছে তর্ক না করে দুটো উপদেশ শুনে তা পালন কর, সুখ পাবি।

৩২৮ পরচর্চা করতে গেলে আত্মা ও পরমাত্মা দুই চর্চাই ভুল হয়।

২৩৯ তামসিক ধর্ম কিরূপ? তিনি বলতেন, 'আর ভাই দাঁত নেই।' অর্থাৎ দাঁত পড়ে গেছে আর কালী পুজো করে সুখ নেই। এটাই তামসিক ধর্ম। ৩৩০ সকল বস্তুই নারায়ণ। মানুষ নারায়ণ, হাতী নারায়ণ, ঘোড়া নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, সাধু নারায়ণ।

ফেসবুক বার্তা

স্বাধীনতার লড়াই কোন পথে হবে তা নিয়ে বেজায় মতপার্থক্য ছিল গান্ধিজী এবং নেতাজির মধ্যে। কিন্তু গান্ধিজীকে নেতা বলে মানতেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন নেতাজি সুভাষ। একইভাবে গান্ধিজীও নেতাজিকে অপার স্নেহ করতেন। নেতাজির অভাব গান্ধিজীকে শেষ জীবনে খুব কষ্ট দিয়েছিল। সেকথা বর্ষীয়াণ মানুষটি তুলে ধরেছিলেন অধুনা বাংলা দেশের নোয়াখালিতে এসে। গান্ধিজী বলেছিলেন, 'সুভাষই আমাকে চেনে'।

বিনিয়োগ আগ্রাসনে চিনের ভারত মৈত্রী কৌশল!

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাপান সফরের এক মাসের মধ্যে চিনের রাষ্ট্রপতি ঝিং ঝিয়াং–এর ভারত সফর, ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৌতুহলের বিষয়। আরো কৌতুহলদ্দীপক হল, চিনা রাষ্ট্রপতি ঝিং–ঝিয়াং তাঁর ভারত সফর শুরু করলেন, রাজধানী দিল্লী থেকে নয়, নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ থেকে। প্রোটোকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই সস্ত্রীক ঝিং ঝিয়াংকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। কূটনীতিজ্ঞর অভিমত জানানোর প্রধানমন্ত্রী সিরাজের প্রদর্শিত পথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কর মধ্য দিয়ে চীনের কূটনৈতিক কৌশলকে স্পষ্ট করতে। যাতে করে ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে।

১৯৫৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু গণ প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রিমিয়াম চৌ–এন–লাইর মধ্যে পঞ্চশীল নীতি স্বাক্ষর হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেহেরু চেয়েছিলেন, দক্ষিণ–এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশ চিনে সদ্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ভারত–চিন ভাই–ভাই সম্পর্ক গড়ে উঠলে দুই দেশের নিরাপত্তা–শান্তি অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হবে। কিন্তু মাওবাদী চিন তা চায় নি। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চশীলের মৃদু কূটনীতির আড়ালে আগ্রাসনের কঠোরতাকে বাস্তবায়িত করা। ১৯৬২ সালে চিনা সামরিক বাহিনী লাল ফৌজ অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ঢুকে অতর্কিত ভাবে ভারত আক্রমণ করে। ভারত পরাজিত হয় এবং ৩৭,৫৫৫ বর্গ কিলোমিটার ভারতের ভূখণ্ড দখল করে। চিনের এই অতর্কিত আক্রমণের ঘটনা ও ভারতের পরাজয়ের গ্লানি নেহেরু মৃত্যুর দিনেও ভুলতে পারেননি। ১৯৮৯ সালে চিনা মুক্তি ফৌজ অরুণাচল প্রদেশের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছিল। ভারতের সেনাবাহিনীর সমুচিত জবাবে চিনা মুক্তি সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২০১৩ সালে ১৫ই এপ্রিল একইভাবে আকসাই চিন লাদাকের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ৩০০ মিটার এলাকায় সেনা ছাউনি তৈরি করে। দেপসাঙ উপত্যকা অঞ্চলে যে সামরিক উত্তেজনা চিনা সেনারা করেছিল, তা অবশ্য আলাপ–আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়। প্রশ্ন হল চিনের রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন ভারত সফরে আসে তখন মুক্তি ফৌজ কেন সামরিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ২০১৩ সালে চিনের লি পেঙের সফর। এবং চিনের রাষ্ট্রপতি ঝি–ঝিয়াং–এর সফরে মুক্তি ফৌজ একই ঘটনা ঘটিয়েছে। লাদাকে নিয়ন্ত্রণ রেখায় ১৫ ব্যাটেলিয়ান সেনা উপস্থিতি কোন ধরনের কূটনৈতিক ধূর্ততার ইঙ্গিত?

ঝিং–ঝিয়াং–এর তিন দিনের ভারত সফরে ভারত–চিন যৌথ অর্থনীতির বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, ভারতে ১০০ বিলিয়ন চিনা পুঁজির বিনিয়োগ ঘটলে পরিকাঠামো শিল্প কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব পর হবে। কূটনৈতিক ভাবে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে স্বাধীনভাবে দুই দেশের আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বাণিজ্যের স্বার্থে লাদাক তিব্বতের সিল্ক রুট ব্যবহার করতে চাইছে। যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দেয়নি।

ভারত চিন দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিন পরিকাঠামো শিল্প–শক্তি সম্পদ এবং জল এই তিনটি বিষয়ে বিনিয়োগ ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। চিনের রাষ্ট্রপতির বাণিজ্যিক কৌশল হল জাপান যে এই আর্থিক বছরে ৩৭ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে তাকে যে কোন ভাবে হোক বাতিল করা। সেজন্য মোদির রাজ্য গুজরাট পরিকাঠামো শিল্পের বিকাশ, মহারাষ্ট্রে পাওয়ার ইকুইপমেন্ট, অটো শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে পূর্ব এশিয়ায় চিন রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নিতে চায়। প্রসঙ্গত চিন ২০০০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতে ৪১০ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি চান বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশে চিন হয়ে উঠবে শিল্প অর্থনীতির কারখানা আর ভারতের ভূমিকা হবে পর্দার অন্তরালে থাকা অর্থনীতির প্রকৃত শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে টেলিকম শিল্প এবং রেলপথ নির্মাণে চিন যে বিনিয়োগে ইচ্ছুক তা তো স্পষ্ট করে দিয়েছে। ঝিং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচ্যারাল ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হওয়ার।

বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশের পরিবেশ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটবে। নরেন্দ্র মোদি থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে ঝিং–এর সাক্ষাৎকারে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সদিচ্ছার মনোভাবের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সীমান্ত সমস্যা ভারত জাপানের মধ্যে নেই। ঝিংএর ভারত সফরের সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের চিনা সামরিক বাহিনীর ভারতের পক্ষে যে অস্বস্তির যে বিষয় উদ্বেগ অজিত দাড়োল বলেছেন যে মুক্তি ফৌজ যে ভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে যেভাবে অনুপ্রবেশ করতে থাকলে দুদেশের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ঝিং–এর সাথে ৯০ মিনিটের বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি হিমালয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রতিদিন ভারতীয় এবং চিনা সেনারা যেভাবে সংঘর্ষের মুখোমুখি হচ্ছে তা বন্ধ করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য চিনের রাষ্ট্রপতির ওপর চাপ দেন। সীমান্তে শান্তি স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

চিনের পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থে ভারত যে বার্তা চিনের রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়েছে তা যথেষ্ট তাৎপর্যবহ হলেও ভূখণ্ডগত সীমারেখা সংক্রান্ত বিষয়ে চিন যে কোনও ভাবেই আপোস করবে না তা চিনের বিদেশ দপ্তরের বক্তব্য এবং মুক্তি ফৌজের আচার আচরণে স্পষ্ট হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি ঝিং ঝিপপিং আচরণে স্পষ্ট হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে ভারতের সাথে মৈত্রীমূলক সম্পর্ক ভুলে গিয়ে চিনের তিনটি মুক্তি ফৌজের ১৫ জন সর্বোচ্চ সামরিক প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। যাতে করে আঞ্চলিক যুদ্ধে চিন নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ঝিং–এর ইঙ্গিতে থেকে বোঝা যায় ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কাজকর্মে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

কূটনৈতিক ভাবে চিন চাইছে তাদের জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করার জন বিনিয়োগের নামে ভারতের অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া আধিপত্য এবং লাদাক–সীমান্তে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যকে কুক্ষিগত করতে। জাতীয় স্বার্থরক্ষায় চিনের সঙ্গে কতটা সখ্যতা রক্ষা করে চলবে, মোদি সরকারকে ভাবতে হবে।

যাওয়া আসার পথে পথে

কোথায় যেন হারিয়ে যান মানুষগুলো!

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন ঠাকুরপুকুর বাজারের পরের স্টপেজ চেকপোস্ট–এ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, সামালি যাওয়ার জন্য। ইচ্ছে, এখানে বাস বা অটো যা পাব ধরব। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও কোনও গাড়ি আসছে না দেখে চিন্তিত হই। কী করব ভাবছি, এমন সময় দেখি দেবদূত–এর মতন একটা অটো এসে সামনে দাঁড়াল। দেরি না করে ঝটপট তাতে উঠে পড়লাম। অটোটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। ওর একটা সিটই বাকি ছিল। বাকি সব সিট ভর্তি। অটো ছুটছে। অটো ড্রাইভার বললেন, ঠাকুরপুকুর বাজারে অবরোধ চলছে। আগের দিন রাত থেকে নাকি ঠাকুরপুকুর বাজার এলাকায় ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই নেই, কোথাও বড়সড় 'ফল্ট' হয়েছে, তাই ইলেক্ট্রিক দপ্তর যাতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে তার জন্য পথ অবরোধ চলছে। ডায়মন্ডহারবার রোড পুরো বন্ধ হয়ে আছে। এসব এখন আখছার চলছে। অবরোধ টবরোধ না হলে, প্রশাসনের নাকি টনক নড়ে না। শুনেছি, প্রশাসনের লোকেরাও এই বুদ্ধিটা দেন। বলেন, অবরোধ করে দিন। আমাদের ওপরওয়ালারা তাতে যদি কাজের অর্ডার দেয়। আর এর জন্য যাদের ভোগান্তি হয় তারাই বোঝে, এর কি ঠেলা। অটোগুলো থ্রি–এ বাসস্ট্যান্ড দিয়ে ঘুরে আসতে পারছে তাই আমি অবশ্য এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।

অটো চলছে। আমার পাশে একটি বছর বাইশের মেয়ে, আর তার বাবা। ওঁরা বিহারে থাকেন, তবে বাঙালি। চড়কতলার কাছে একটি প্রাইভেট কলেজে মেয়েটি পড়ে। ওর বাবা ওকে হোস্টেলে ছাড়তে এসেছেন। গত কুড়ি বছর এই রাস্তায় যাচ্ছি, রাস্তাটা এখন অনেক বদলেছে। রাস্তার দু'দিকে নানারকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। বেশ কিছু প্রাইভেট কলেজ চলছে। বাইরে থেকে আসা বহু ছাত্র–ছাত্রী এখানে পড়ে। পরিকাঠামোর বেশ কিছু বদল, প্রচুর ঘরবাড়ি তৈরি, অনেক নতুন মানুষ আসা প্রভৃতি এসব হলেও এই এলাকার সামাজিক পরিবেশটা বদলায়নি। রাস্তা দিয়ে চললেই সেটা বোঝা যায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি,

– কেমন লাগছে এই জায়গা?

– ভালো না।

– কেন?

– সারাদিন কেটে যায় ক্লাস, আড্ডা এইসব করে। রাত হলে চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন আর ভালো লাগে না। মেয়েটি খুব দু:খী হয়েই কথাগুলো বলে।

মেয়েটির বাবা বলেন, এই জন্য আমি ওকে ডায়মন্ডপার্কের কাছে রাখব ভেবেছি। ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে নেব। ওর মা সঙ্গে থাকবে। হোস্টেলে ও থাকতে পারবে না এইভাবে। বাইরের মানুষ আসছেন, অথচ এইসব গ্রামীণ এলাকার সেইভাবে সামাজিক কোনও উন্নতি হচ্ছে না, এটা কি ভালো? বাইরের মানুষের একটা প্রভাবতো এখানে পড়তে পারতো। হয়তো এলাকার খানিকটা আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। এইসব এলাকার জায়গার দাম গত দশ বছরে প্রচুর বেড়েছে। কিছু দোকানপাট হয়েছে। সাথে সাথে অনেক অসামাজিক কাজ, তোলাবাজি, ছিনতাই–রাহাজানি প্রভৃতি নানারকম কুকীর্তি বেড়েছে। এলাকার মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্য শিক্ষা দরকার ছিল, দরকার ছিল একটা সুস্থ জীবনবোধের। সেইসবের চেষ্টা হয়নি। কোথায় যেন এইসবের অভাব বেশ চোখে পড়ছে। কলকাতার এত কাছে, কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পরিমন্ডল তৈরি হল না। রাজনৈতিক নেতারা কি এইসব এলাকার সামাজিক উন্নতি চেয়েছেন? নাকি, সকলকে অন্ধকারে রাখাটাই তাঁদের উদ্দেশ্য? মনটা ঝিম হয়ে থাকে।

অটোটা দাঁড়ায় এবার। আমার পাশে বসা মেয়েটি আর তার বাবা নেমে যান রসপুঞ্জির পর চড়কতলায়। আমিও নেমে যাই খানিকটা গিয়ে। এখানে পুতুল নাচের এক বড় শিল্পী থাকেন। ভাবি, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। এই গ্রামে একসময় অনেক পুতুল–শিল্পী ছিলেন। এখন সংখ্যাটা একজনে নেমেছে। তাঁরা কাঠের পুতুল বানাতেন। এখন নতুন করে তো আর কাঠের পুতুল তৈরি হচ্ছে না, পুরনো পুতুলগুলোই নাচান এখনকার শিল্পীরা। বৃদ্ধ শিল্পী বাড়ির দাওয়ায় একটা বেঞ্চে বসেছিলেন। সটান তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ি। শিল্পী মানুষ, কোনওভাবেই বিব্রত হন না। নানারকম কথা বলার পর পুতুল নাচের পুতুলগুলো দেখাতে বলি। উঠে যান, ঘরের ছাদ থেকে পরম মমতায় বার করেন বিবর্ণ পুতুলগুলো। ততক্ষণে শিল্পীর বৃদ্ধা সঙ্গী চা করে এনে দিয়েছেন। বৃদ্ধ পুতুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলেন, এবার কালীপুজোয় একটা জায়গায় পুতুলনাচ দেখাতে বলেছে। এইগুলো দিয়েই দেখাবো। ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার বড় রাস্তায় আসি।

চড়কতলা মোড়ে একটা অটো পাই। অটোতে কিছুটা যাওয়ার পর সামালি। সামালি পেরোনোর পর দেখি রাস্তার বাম দিকে একটা 'বৃষকাষ্ঠ' পোঁতা। এটা আগে দেখিনি। কিছুদিনের মধ্যে কারা যেন এটা পুঁতেছেন। হিন্দু বাড়িতে কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধশান্তির পর কোনও জলাশয়ে এটা পোঁতা হয়। দেবতার উদ্দেশে এটা উৎসর্গ করা রীতি। পাঁচ–ছয় ফুট একটা কাঠে নানারকম দেবদেবীর নক্সা করা থাকে। সাধারণত নিমকাঠে এই বৃষকাষ্ঠ হয়। সব কাঠের শিল্পী তো আর এই জিনিস বানাতে পারেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু কিছু জায়গায় এই শিল্পীরা ছিলেন। এটা দেখে মনে আশার আলো জাগল, এখনো তবে বৃষকাষ্ঠ তৈরি হচ্ছে।

এরপরেই আমার নামার জায়গা মনসাতলা এসে যায়। অটো থেকে নামতে যাব, মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। অটোর ভাড়া দেব নাকি, মোবাইল ফোনটা ধরব, বিরক্ত লাগে। কিন্তু যিনি ফোন করেন, তাঁরতো আর বোঝার উপায় নেই, আমি কোন ঝঞ্ঝাটে আছি। টাকা মিটিয়ে ফোনের দিকে তাকাই। দেখি নিরঞ্জন চিত্রকর–এর ফোন। ফোনের সুইচটা টিপে বলি, বলুন, নিরঞ্জন দা। ওপারে কোনো উত্তর নেই। খানিকটা চুপ করে কেউ যেন অপেক্ষা করছে। জোরে বলি, নিরঞ্জন দা বলুন। এবার শুনতে পাই, একটা ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। ভাঙা গলায় সেই আওয়াজে ভেসে আসে, উনি আর নেই।

– সে কি? চমকে উঠি।

কয়েকদিন ধরে নিরঞ্জন চিত্রকর অসুস্থ ছিলেন। হার্টের অসুখ ছিল। তাই বলে, এইভাবে একেবারে হঠাৎ চলে যাবেন ভাবিনি। ফোনের ওধারে নিরঞ্জন দা–র স্ত্রী ঝর্ণা চিত্রকর তখনো কাঁদছেন। কান্না থামিয়ে বললেন, মরার আগে আপনার কথা খুব বলত।

মনসাতলা থেকে হাঁটছি নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিবেকনিকেতন–এর দিকে। মনে পড়ে কত কথা। নিরঞ্জন চিত্রকর খুব নামি পট–শিল্পী। পূর্ব মেদিনীপুর–এর চন্ডীপুর থানার হবিচক–এ বাড়ি। গত বছর পুজোর আগে ওঁর বাড়ি গেছিলাম। এর কয়েকদিন আগে তাঁর বড় ছেলে তপন কলকাতায় মারা গেছিল। দুর্গা পুজোর প্যান্ডেল বাঁধার সময় ওপর থেকে পড়ে মারা যায় তপন। আমি ওঁদের বাড়িতে পৌঁছানোর পর নিরঞ্জন চিত্রকর–এর এক বৌমা আমাকে প্লেট ভর্তি মিষ্টি দিয়েছিলেন শ্বশুরের নির্দেশে। এঁদের আতিথেয়তা চিরকাল সবাইকে মুগ্ধ করে। নিজেরা অভুক্ত থেকেও অন্যকে খাওয়ান এঁরা।

ঢুকে পড়ি 'বিবেকনিকেতন'–এ। এখানে নিখিলবঙ্গ প্রকাশনীর প্রধান কার্যালয়। একসময় এখানে 'লেটার প্রেস' ছিল। সিসার তৈরি অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে ছাপা হত। সেই প্রেস–এ কাজ করতেন বাবলু দা আর রবি দা। দু'জনেই আপন ভোলা মানুষ ছিলেন। নিজেদের মতন করে কি যত্ন নিয়ে কাজ করতেন। সেই ছাপাখানা তো বহুদিন উঠে গেছে। আর সেই ছাপাখানা উঠে যাওয়ার পর বাবলু দা, রবি দা–রাও অন্যত্র চলে যান কাজে। সমিতির অফিস ঘরে দেখা হয় রথী দা–র সঙ্গে। তিনি রবি দা–র ভাই। বলে, মেজ দা মারা গেছে। মরার আগে কষ্ট পাচ্ছিল। এই ভায়েরা সবাই এই ছাপাখানা, এখানকার পত্রিকার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। এঁদের বড়দা তারাপদ বাবুও এখানকার পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। একটা পত্রিকা যেন সবাইকে বেঁধে রেখেছে। একটা মায়ার বন্ধন। জিজ্ঞেস করি বাবলু দা কেমন আছেন? বলেন, ওর কোনো খোঁজ পাই না। মনে আছে, ছাপাখানার বাতিল কাগজ দিয়ে কি সুন্দর খাতা বেঁধে দিতেন এই বাবলু দা, রবি দা–রা। সেই খাতায় লিখত 'বিবেকনিকেতন'–এর গরিব অসহায় ছেলেরা। নিরীহ একটা হাসি ঝুলে থাকত রবিদা, বাবলু দা–র মুখে। কোথায় যেন হারিয়ে যান মানুষগুলো! কিন্তু স্মৃতিগুলো?

অটো থেকে নামতে যাব, মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। অটোর ভাড়া দেব নাকি, মোবাইল ফোনটা ধরব, বিরক্ত লাগে। কিন্তু যিনি ফোন করেন, তাঁর তো আর বোঝার উপায় নেই, আমি কোন ঝঞ্ঝাটে আছি। টাকা মিটিয়ে ফোনের দিকে তাকাই। দেখি নিরঞ্জন চিত্রকর–এর ফোন। ফোনের সুইচটা টিপে বলি, বলুন, নিরঞ্জন দা। ওপারে কোনো উত্তর নেই। খানিকটা চুপ করে কেউ যেন অপেক্ষা করছে। জোরে বলি, নিরঞ্জন দা বলুন। এবার শুনতে পাই, একটা ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। ভাঙা গলায় সেই আওয়াজে ভেসে আসে, উনি আর নেই।

– সে কি? চমকে উঠি।

স্মৃতি তর্পণেও এগিয়ে চলার শপথ নিল সামালির বিবেক নিকেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ অক্টোবর প্রতিবার আসে দুর্গাপুজোর আবহের মতো। আনন্দের মাঝেও বিষাদের সুর বাজে প্রত্যেকের মনে। কারণ এ দিনই কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুরবার্তার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ তরুণভূষণ গুহ। মৃত্যুর চতুর্থবর্ষ পূর্তিতে প্রতিবারের মত এবারেও গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল দঃ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে গড়ে ওঠা তাঁরই স্বপ্নের বিবেক নিকেতনে। মধ্যমণি হয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী। এছাড়াও সেদিনের তরুণ তর্পণে হাজির ছিলেন সমিতির সদস্য শুভানুধ্যায়ী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি থেকে শুরু করে অনাথ ও দুঃস্থ শিক্ষকরাও। অন্যান্যদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন শিক্ষক কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তী। গুরুসদয় সংগ্রহশালার কিউরেটর ড. বিজন মণ্ডল, সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ শংকর প্রমাণিক, গায়ক প্রহ্লাদ বাউল ও আরও অনেকে। উপস্থিত ছিলেন সমিতির বর্তমান সভাপতি সুজাতা গুহও। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ সহ সকলের স্মরণে উঠে এল কর্মমুখর চিরতরুণের কথা। কিভাবে তিনি কাজের আনন্দে, অসহায়ের পাশে দাঁড়াবার আদর্শে নিজে মেতেছেন ও অন্যদের মাতিয়েছেন তার বিবরণ ঝড়ে পড়ল প্রত্যেকের গলায়।

এমন সমাবেশ কি মিস করা যায়। উদ্যোক্তারা তাই ওই দিনটাকেই বেছে নিয়েছিলেন। ওই দিনটাকেই বেছে নিয়েছিলেন বিজয়ার সম্মেলনের জন্যও। কুনাল মালিকের আবৃত্তি, প্রহ্লাদ বাউলের গানের ফাঁকে আলিপুর বার্তার এগিয়ে চলার পথ খুঁজতে সামিল হলেন সকলে। আরও এগিয়ে চলার শপথ নিলেন সকলে। সার্থক হয়ে উঠল তরুণবাবুর স্বপ্ন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিজের দক্ষতায় পরিচালনা করলেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী।

প্রথম পাতার পর

স্বপ্ন চুরমার

আমানতকারিণী অলকা জানার স্বামী কলেজস্ট্রীটে ফুটপাতে বইয়ের ব্যবসা করেন। কষ্টের সংসার। তাই অলকাদেবী এই সংস্থার কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দেন। তাকে স্বপ্নের লোভ দেখিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আমানত করান মালিক পক্ষ। সংস্থার এক কর্ণধার জয়া মুখোপাধ্যায়ের তার সঙ্গে হৃদ্যতার সুবাদে অলকাদেবী কয়েকটি স্বনির্ভরগোষ্ঠী থেকে ঋণ এনে দিয়েছিলেন সংস্থাকে। সেই ঋণ আজ প্রতিমাসে দুহাজার টাকা করে পরিশোধ করতে হচ্ছে অলকাকেই। তার ছেলে ছত্তিসগড়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে বাজে জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এমতাবস্থায় গত ৬ অক্টোবর বহুকষ্টে পাওনাদারকে দু হাজার টাকা দিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ছেলেকে দেখতে রওনা দেন ছত্তিসগড়ে বলে স্থানীয় এক প্রতিবেশী জানান। স্থানীয় এক আমানতকারিণী মিতা কর জানালেন, গত ২৩ এপ্রিল তিনি সংস্থার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় একটি এফ আই আর দায়ের করেন। যার এফ আই আর নং ৩৩৮/১৪ তারিখ ২৩/০৪/১৪। এই এফ আই আর-এ প্রায় শতাধিক আমানতকারীর সম্মিলিত অর্থের পরিমাণ ২২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৮০ টাকার উল্লেখ আছে। গত ১৪ এপ্রিল মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন আরও এক আমানতকারী। যার কেস নম্বর ৩১৪/১৪ তারিখ ১৪/০৪/১৪। কিন্তু পুলিশ আজও মালিকপক্ষের কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় আমানতকারীরা হতাশ।

সেঞ্চুরি প্লাই-এ আন্দোলন চালাচ্ছে বি এম এস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমতলার কাছে সেঞ্চুরী প্লাইউড ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ-এ শ্রমিকদের উন্নয়ন ও স্থায়ী করার দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছে বি এম এস। বি এম এস এর জেলা সাধারণ সম্পাদক নিলাদ্রী পাল বলেন যে বি এম এস মালিক ও শ্রমিকদের সুসম্পর্ক ও কোম্পানির উন্নতিতে বিশ্বাস করে। ২০১১ সালে গঠিত হওয়া মজদুর সঙ্ঘ ও ঠিকা মজদুর সঙ্ঘের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৩০০০ এর উপর।

বিজেপি নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে এ রাজ্যে তথা কলকাতা মহানগরীতে নিজেদের শিকড় গড়ে তুলতে শ্রমিক সংগঠন সহ বিভিন্ন গণমোর্চাকে হাতিয়ার করতে হবে। তাছাড়া এই প্লাইউড সংস্থাটি দেশের মধ্যে পরিচিত নাম।

তাতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আখেরে পার্টি লাভবান হবে। আগামী পুরসভা ভোট এবং ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে হলে এই সংগঠনগুলির করায়ত্ত হওয়া বিশেষ জরুরি। জানা গিয়েছে দিল্লি থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়মিত খোঁজ খবর নিচ্ছে দলের সংগঠন রাজ্যে কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ব্যাপারে।

উন্নয়নে রাজ্যটা

কৌশিক মজুমদার

(১)
উন্নয়নে নির্মল ঘোষ
সবার উপরে সত্য,
জনপ্রিয়তায় ভাসলেন তিনি
মানবজোয়ার নিত্য।
তাঁর অফিসে তাঁর বাড়িতে
প্রতীক জয়ের গান,
কাজ তাঁর বড় জিনিস
মানুষের জাগে প্রাণ।

(২)
স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা
বঙ্গ মায়ের আলো,
আইন মাফিক স্বচ্ছতায়
দূর করেছেন কালো।
আন্দোলনের ভূমিকায়,
প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায়
প্রতিষ্ঠা লাভে সফল তিনি
নেইকো দিদি ব্যর্থতায়।

(৩)
কাকলি ঘোষ দস্তিদার
উন্নয়নের প্রতি
সাংসদ হয়ে সময় নিয়ে
সুপথে নিলেন গতি।
হাবরা থেকে বারাসাত
বিরাটি থেকে রাজারহাট
কাজের মানুষ কাছের মানুষ
কর্ম্মই তাঁর সঠিক পথ।

(৪)
দাপুটে নেতা রথীন ঘোষ
উজ্জ্বল আজ মধ্যমগ্রাম
সংস্কার আর উন্নয়নে
পণ করেছেন প্রাণ।
ভবিষ্যতে বড় পথে
কাজই তার মাধ্যম,
হবে জয় বারংবার
ধন্য হবে তাঁর জীবন।

সন্তানের রোগ প্রতিরোধে 'গুলঞ্চ'

মা-বাবারা ব্যতিব্যস্ত-সন্তানকে মাসে একবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতেই হবে। জ্বর-সর্দি লেগেই আছে। জলে সামান্য ভিজলে আর দেখে কে! ডাক্তারবাবু আর কী করেন – অ্যান্টিবায়োটিক আর সাবধানে রাখার পরামর্শ। কিন্তু কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না! লাভের মধ্যে সন্তাহের দেহে রোগের বিরুদ্ধে নয়, অ্যান্টিবায়োটিক বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। ক্রমশই জটিল অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু গুলঞ্চের দ্রব্যগুণ অপনার সন্তানের দেহে রোগের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

দ্রব্যগুণের প্রভাব যে কত ব্যাপক হতে পারে, তা জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন প্রবল প্রতাপশালী ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বেনোপার্ট। একের পর এক যুদ্ধ জয় করেও শেষ রক্ষা হয়নি, শেষে পরাজিত হন। নেপোলিয়নের নির্বাসন হয় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনেকেই ওই মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি। কয়েকবছর আগে, গবেষণা হয় তাঁর সংরক্ষিত চুল নিয়ে। বেরিয়ে আসে 'মৃত্যু রহস্য'। সেঁকো বিষ বা আর্সেনিক। স্লো পয়জনিং হয়েছে নেপোলিয়নের।

এই তো সম্প্রতি যাদবপুরে এক ছিনতাইকারীকে শনাক্ত করা হয়। পুলিশও তাকে চেনে। কিন্তু ধরতে রাজি নয়। কারণ সে যখন তখন কামড়ে দিতে পারে, আর কামড়ালেই মৃত্যু- তার দাঁতে এত বিষ! কদিন আগে দুটো কুকুরকে সে কামড়ে ছিল। পরদিন কুকুর দুটো মারা যায়। হেরোয়িন ইত্যাদির নেশায় তার দাঁত পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে যে!দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক অবস্থা দেহে রোগের অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম। এবছর মিডিয়াতে খুব বেশি মাত্রায় এনকেফেলাইটিস নিয়ে আলোচনা চলছে। মৃত্যুও কম হল না। আবার ২০১৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে এনকেফেলাইটিস-এর প্রকোপ কমতে শুরু করল। আসলে যে তাপমাত্রায় এনকেফেলাইটিসের বৃদ্ধি হয়। উত্তরবঙ্গের ব্যাপকত বৃষ্টি সেই তাপমাত্রায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

আবার, একরকম তাপমাত্রা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়েছিল। পরিবর্তিত তাপমাত্রা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বৃষ্টিপাতের ব্যাপকতা এনকেফেলাইটিসের বৃদ্ধির মাত্রাকে শ্লথ করেছে।প্রায়শই আমরা এসব ভাবি না। আমাদের খাদ্রগ্রহণ এই অবস্থাকে আরও জটিল কের তোলে, রোগের অনুকূল করে তোলে দেহকে। গুলঞ্চ রোগের এই অনুকূল পরিস্থিতিকে আটকাতে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে। প্রতিটি মানুষ-শিশু অথবা বৃদ্ধ, স্ত্রী বা পুরুষ। সারা বছর গুলঞ্চ ব্যবহার করতে পারে। ৬ মাসের মধ্যেই বোঝা যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটা বেড়েছে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া-জ্বার-সর্দির বিরুদ্ধে।

গুলঞ্চ ব্যবহার করাও সহজ। নানানভাবেই ব্যবহার করা যায়। যেমন ১) কাঁচা ডাঁটা (আঙুলের মতো মোটা, অন্ততঃ দু'বছরের পুরনো থেঁতো করে এক চতুর্থাংশ থেকে হাফ কাপ রস সকালে খালি পেটে প্রতিদিন। ২) শুকনো ডাঁটা আটগুণ জলে সেদ্ধ করে ক্বাথ বের করে পরে ঘন করে বাড়ি তৈরি করে (১ গ্রাম জনের)। ১টি বা ২টি বড়ি খাওয়া আগের নিয়মে। ৩) ক্বাথ ও খাওয়া যেতে পারে। ৪) অ্যালকোহলের সাহায্য নির্যাস বের করে খাওয়া যেতে পারে। ৫) গুঁড়ো কের ১ চা-চামচ প্রতিদিন ২ বেলা।

বৈদিক চেতনা'র পক্ষে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

বোলপুর সোনাঝুরিতে শেষ হল 'নীল বিষ'-এর শ্যুটিং

মেহেবুব গাজি

সম্প্রতি কবিগুরুর লাল মাটির দেশে বীরভূমের প্রান্তিক সহ সোনাঝুরিতে পরিচালক রাজকুমার দাস 'ব্লু পয়জন' (নীল বিষ) ছবির শ্যুটিং শেষ করলেন। শম্ভু প্রত্যন্ত গ্রামের বসবাসকারী একজন ঢাকি। পুজোর সময় ঢাক বাজিয়ে যে টাকা রোজগার হয় তা দিয়ে সংসার চালান। বছরে পুজোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ ঢাক বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায়। এদিকে আর কয়েক দিন পর পুজো, নতুন ঢাক না বানাতে পারলে শহরে ঢাক বাজিয়ে টাকা কামানো মুস্কিল হয়ে পড়বে – তাই শম্ভু প্রতিদিন ভাগাড়ে যায় চামড়ার সন্ধানে। কিন্তু প্রতিবারই নিরাশ হয়ে ফেরে। চিন্তায় শম্ভু নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। পুজোর আগে যে ভাবেই হোক তাকে ঢাক বানিয়ে শহরে যেতে হবে। হঠাৎই একদিন সকালে শম্ভুর বৌ মালতী দেখে তাদের ঘরের গাভিটা মারা গেছে। শম্ভু দুঃখ পেলেও মনে মনে আনন্দিত হয়। ঘরের গাভীটার চামড়া দিয়ে ঢাক তৈরি করে শহরে পুজোতে ছেলে নকুলকে সাথে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে কিছু টাকা রোজগার করে। শম্ভুর মন তাই ভীষণ খুশি। বিসর্জনের পর বাড়ী ফেরার সময় শম্ভু ট্রেন থেকে নেমে আনন্দে বিভোর হয়ে হাঁটতে থাকে আপনমনে। পেছনে শুনতে পায় কেউ একজন ট্রেনে কাটা পড়েছে। শম্ভু ঢাকী দৌড়ে গিয়ে দেখে তার একমাত্র ছেলে নকুল ট্রেনে কাটা পড়েছে। তার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। তারপর ঠিক কী ঘটে তা পর্দায় দেখা যাবে। বিপুল অধিকারীর কাহিনী, মাধবরঞ্জন সরকারের চিত্রনাট্য ছবির প্রধান নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন- সৌমেন্দ্র শাসমল, অয়নিকা, মাঃ পুষ্পেন্দু মণ্ডল, সহ পিঙ্কি, সনৎ সরকার, জয়ন্ত দাস, সন্দীপ মণ্ডল, সুমন নাথ, অনীক, সুব্রত, রাজা, গোপাল, বিপুল অধিকারী ও একটি বিশেষ দৃশ্যে – রাজকুমার দাস সহ প্রমুখ। শীর্ষ গানে – প্রশান্ত দাস, চিত্র গ্রহণে – ভরত মিদ্দ্যে, সহযোগী – কাল্লু, সম্পাদনায় মিঠুন। প্রিয় চিত্র সাথী'' সিনে পত্রিকা নিবেদিত ছবিটি খুব শীঘ্রই দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে বলে জানান পরিচালক।

বর্ধমান কান্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ই অক্টোবর দুপুর ৩টের সময় বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির ডাকে, বর্ধমান কান্ড ও পাকিস্তানের আচরণের প্রতিবাদে আমতলা ষষ্ঠিতলা ও বারুইপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস থেকে ১টি মিছিল যথাক্রমে ২৩৫ বাসস্ট্যান্ড ও আমতলা সিনেমা পরিক্রমা করে। বিজেপি জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ, সম্পাদক তপন নস্কর, জেলা কমিটির সদস্য তপন ঘোষ, বিষ্ণুপুর ২ নং ব্লক সহ সভাপতি শক্তি ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক এর সাধারণ সম্পাদক ভূপতি ঘোষ। প্রায় ২০০০ ক্যাডার এর এই মিছিল থেকে রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষণ ও অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে এই মিছিলে ২০০৯ ও ২০১৪ এর লোকসভা বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি) উপস্থিত ছিলেন না। কারণ তার সঙ্গে বর্তমান জেলা আর এস এস নেতৃত্বের বিরোধ চলছে। তবে আগামী দিনে এই মনোমালিন্য দূর করে এলাকায় গেরুয়া সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করার দিকে আলোকপাত করা হচ্ছে।

লায়ন্স ক্লাবের পুজো পরিক্রমা ২০১৪

শুভজিৎ দাস

প্রতি বছরের মতো এই বছরও পুজো পরিক্রমা করল 'লায়ন্স ক্লাব' বড়িশা নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের শহরতলির পুজোগুলি তিনদিন ব্যাপি ঘুরে বিভিন্ন মণ্ডপের মধ্যে সেরার সেরা নির্বাচন করলেন বিচারকরা। সেরার সেরা মণ্ডপ প্রতিমা ও আলোকসজ্জার বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করে বেহালা বুড়োশিবতলা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সুরুচি সংঘ ও তৃতীয় স্থানে ত্রিধারা সম্মেলনী। এবছর বিচারকদের বিচারের প্রথম স্থান প্রাপক বেহালা বুড়োশিবতলা পুজো মণ্ডপটি সকল দর্শনার্থীদের হৃদয়ে দাগ রেখে গিয়েছে। এবছরের থিম ছিল 'গঙ্গা আমার মা' মণ্ডপটি তৈরি করা হয়েছে রূপকথার গল্পের আদলে মা দুর্গা একটি বিশাল নৌকার মধ্যে সমুদ্রপুরী রাজকন্যার মতো বিরাজমান, এই মণ্ডপটি দেখার জন্য মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। দ্বিতীয় স্থানে সুরুচি সংঘ, এবছরের থিম হয়েছিল 'বিশ্ব শান্তি' ও 'গাছ আমাদের জীবন' এই মণ্ডপের মাধ্যমে পুজো কমিটি মানুষের কাছে যে বার্তা প্রদান করার চেষ্টা করেছে মানুষের জীবনের বৃক্ষর ভূমিকার কথা।

মানুষের আসল বন্ধু হল গাছ। মানুষ দিনের পর দিন যেভাবে অরণ্য কেটে ফেলছে ভবিষ্যতে মানুষের সমস্যা দেখা দেবে। তাই পুজো কমিটি বিশ্ব শান্তির বার্তা সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করার চেষ্টা করেছে। তৃতীয় স্থান অধিকারী ত্রিধারা সম্মেলনী। এছাড়াও আরো ২১টি পুজো কমিটিকে পুরস্কার দেওয়া হয়। উল্লিখিত পুজো কমিটিগুলি হল- নাকতলা উদয়ন সংঘ, চেতলা অগ্রণী, শ্রী সংঘ ও আরো অন্যান্য পুজো কমিটিকে

পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং ছোট বাজেটের পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে আগামী বছরগুলিতে বড় বাজেটের পুজো মণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিতে পারে। পুরস্কার বিতরণে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্সের জেলা গভর্নর ও পরিচালক এবং লায়ন্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দরা। বিচারক হিসাবে ছিলেন আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে প্রণব গুহ ও লায়ন্সের পক্ষ থেকে গৌতম দত্ত ও শ্রীকুমার রায়চৌধুরী।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি পুজোর দিনগুলিতে বিভিন্ন মণ্ডপে শান্তির বার্তা নিয়ে যায়। এছাড়াও পুজোর মরসুমে শতাধিক বাচ্চাদেরকে মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবী পক্ষের সূচনা করে। এছাড়া ও বছরের বিভিন্ন সময়ে এরা সামাজিক মূলক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির করে ও বছরের একটি বিশেষ সময়ে এরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এবং দরিদ্র মানুষের বিপদে পাশে এসে দাঁড়ায় এবং এরা কলকাতা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনা শিবিরের আয়োজন করে।

এইভাবে সারাবছর মানুষের পাশে মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গী হল লায়ন্স ক্লাব বড়িশা। লায়ন্স ক্লাব বড়িশার আগামী দিনের জেলার বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ গুলিকে পুরস্কৃত করার চিন্তা ভাবনা নিয়েছে। 'লায়ন্স ক্লাব বড়িশা'র পক্ষ থেকে সবাইকে বিজয়া ও ঈদের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১
SATISFACTION 100% GUARANTEED FREE WIFI
পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

Alipur Barta : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.49, 11 October - 17 October, 2014, Page-6

পুজো নয় থিমপুজো দেখার আনন্দে মাতলো শহরবাসী

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: গত আড়াই দশক যাবৎ কলকাতা মহানগরীর শারদোৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গোৎসব বিষয়টি থিম সর্বস্ব হয়ে গিয়ে মহানগরীর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রকৃত রীতি নিয়মকানুনই হারিয়ে গিয়েছে। কার প্রতিমা কতো বড়ো, কাদের প্রতিমা কতো আশ্চর্য ধাঁচের। আবার এই থিমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আলোর কারিকরি, ব্যবহার হচ্ছে অভিনব সব বাতিরও। এসবই এখন যেন আসল দুর্গোৎসব। বাইরের জাঁক আর চটকদারির ফলে পুজোর নরম, শান্ত, ভক্তি–ভরা ভাবটা দুর্মূল্য হয়ে পড়েছে। এই থিমের চক্করে পড়ে শহর কলকাতায় পুজোর চেয়ে পুজোর বাদ্যি বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজো তো ধর্মের সঙ্গে সমাজের মেলবন্ধন। সমাজ চায় ঠিকমতো নিয়ম নিষ্ঠায় পুজোটা হোক। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সেখানে আনন্দে এসে মিলবেন ও মিশবেন এটাই তো সমাজ চায়।

এসব আশা নিয়ে 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে'র (বেহালা) 'প্রিন্ট পার্টনার' হিসাবে তিন দিনের পূজা পরিক্রমায় আমরা কী দেখলাম ৬১তম বর্ষে নিউ আলিপুরের 'সুরুচি সংঘে'র মণ্ডপ ও প্রতিমা 'বিশ্বশান্তি'র আদলে। বিশ্বশান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে তাই অশান্ত ছত্তিশগড়কেই বেছে নিয়েছে ২০১৪–র স্বনামধন্য শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পূজা মণ্ডপে অন্যতম আকর্ষণ মণ্ডপ চত্বরের মাঝে 'ট্রি অফ লাইফ'। যা ছত্তিশগড়ের আদিবাসীদের নিকট 'শান্তির প্রতীক'। এখানে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিকে সূক্ষ্ম সুচারু শিল্পকলা রূপে দেখা যায়। তবে কেবল থিমেই নয়, বিশ্বশান্তির বার্তাকে তুলে ধরতে ছিল 'থিম সুর ও ধ্বনি'। গেয়েছেন অরিজিৎ সিংহ। পরবর্তী গন্তব্য, ৬৮তম বর্ষে দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুর রোডের ত্রিধারা সম্মিলনীর মণ্ডপ ও প্রতিমা 'তিব্বতী মুখোশে পাবতীর আরাধনা' আদলে। বাংলার উৎসবে বাংলা ও তিব্বতের মেল বন্ধন। সম্মিলনীর সহ–সাধারণ সচিব মুকুল মান্না জানান, সারা মণ্ডপে সুদূর তিব্বতীয় শিল্পকলার ছাপকে তুলে ধরতে ব্যবহার করা হয়েছে নানা ধরনের মুখোশ। তার মধ্যে মানুষের মনের বিভিন্ন ভাব ফুটে উঠেছে রাংতা এবং রংয়ের মিলিত প্রতিফলনে।

এখানে 'থিম সংয়ে' সুর দিয়েছেন ওস্তাদ রশিদ খান। তবে বড়ো কথা – এটা যে কলকাতার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের পুজো। আগামী গন্তব্য ২২তম বর্ষে চেতলা অগ্রণী ক্লাবের মণ্ডপ ও প্রতিমা ' আনন্দের ফল্গুধারা বহিছে ত্রিভুবনে'। শিল্পী সনাতন দিন্দা জানান, দেবীর দেহ বহু বর্ণের ও সর্ব ধর্মের মিলনের প্রতীক রূপে উঠে এসেছে। সমগ্র মণ্ডপে দু'হাজারের অধিক সিঁড়ির ব্যবহার হয়েছে, যা ঊর্ধ্বমুখী মহাকালের উদ্দেশ্যে ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতার যাত্রাপথ। এবং মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে ভাসমান নারী মূর্তি যা বর্তমান নারী নির্যাতনের বিরোধিতার প্রতীক। যেন বয়ে আনে বিশ্ব নারীমুক্তির বার্তা। সনাতনের স্পর্শে, মৃন্ময়ী মা সনাতনী রূপে আর্বিভূতা। পরবর্তী গন্তব্য, অষ্টম বর্ষের বেহালা বুড়ো শিবতলা জনকল্যাণ সংঘের মণ্ডপ ও প্রতিমা ' গঙ্গা আমার মা ' আদলে। শহরের নবীন সহকারী থেকে স্বাধীন শিল্পীতে উঠে আসা শক্তি শর্মার ভাবনা ও রূপায়ণ দেশের ২০৭১ কিলোমিটার ব্যাপী প্রধান নদী গঙ্গা তার ডান ও বাম তীরের শত শত বাহু প্রসারিত করে দেশবাসীর নিকট দূষণমুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে। শক্তির বক্তব্য, দেব দেবীর আশীষে যে গঙ্গা হয়ে উঠেছে সকল পূজার আবশ্যিক সামগ্রী ও পাপ স্খলনকারী, তবে মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে এই আশীর্বাদকে মানবজাতির অভিশাপে রূপান্তরিত করে দূষণের ভয়াবহ প্রকোপে পরিণত হয়েছে।

আর শতাধিক হাত দিয়ে মা গঙ্গার হাহাকার বোঝানো হয়েছে। পুরানে যেমন বজরা নিয়ে বণিকেরা বাণিজ্যে যেতো এটা অনেকটা তেমনই। আগামী গন্তব্য ৭০তম বর্ষে বেহালা ক্লাবের পূজা মণ্ডপ ও প্রতিমা 'আটপৌরের উপকথা' আদলে। নবীন শিল্পী রূপক বোসের ভাবনায় ওড়িশা রাজ্যের 'সাউরা উপজাতির শিল্পকথা'। ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম এই উপজাতির মানুষেরা ছবিই আঁকেন। সে ছবি মণ্ডপ ও সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে। তারা যে রূপে দুর্গামাকে দেখেন, সে রূপেই এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। দেবী মূর্তির মধ্যে সাউরা সম্প্রদায়ের মহিলার এক আদল রয়েছে। এছাড়া প্রবেশ দ্বারে বিরাট এক তীরের ফলার দ্বারা দেবীর অসুর বধের এক মডেল রয়েছে। পরবর্তী গন্তব্য, ৪৯তম বর্ষে বেহালার জনপ্রিয় পুজো বেহালা নূতন ভাবনা 'ফিরায়ে দাও'। শিল্পী পূর্ণেন্দু দে'র ভাবনা পৃথিবী থেকে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাওয়া সবুজের পাশাপাশি হারানো মূল্যবোধও ফেরানোর আর্তি জানানো হচ্ছে দেবীর নিকট। মূল মণ্ডপে মোট পাঁচটি অংশ রয়েছে। সেখানে পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি,অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম'কে রূপায়িত করা হয়েছে। শুকনো বটবৃক্ষের নীচে রাখা বিষণ্ণ উমার মূর্তি। সম্পূর্ণ মণ্ডপ সজ্জা ও প্রতিমা পরিবেশ বান্ধব।

সমাজে সব কিছুরই একটা সীমা আছে। শহর কলকাতার এতগুলো ক্লাব, শতশত পাড়া, বছর বছর নয়া থিম কোথা থেকে আসবে? কাজেই থিমের একটা একঘেয়েপনা দেখা দিতে বাধ্য। এই নিয়েই আগামী শারদোৎসবের শ্রেষ্ঠ উৎসবের প্রার্থনা।

কাচের মণ্ডপ ও দুর্গা প্রতিমা উদ্বোধনে অভিনেতা সোহম

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং

সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মিঠামালি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ২৫তম বর্ষে মহাপঞ্চমীতে মণ্ডপ ও প্রতিমার উদ্বোধন করেন অভিনেতা সোহম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এস ডি. পি. ও বিশ্বজিৎ মাহাতো। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, মাতলা – ১ ও ২ প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। শহরের অন্যান্য বড় পুজোগুলির সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দিয়ে মিঠামালি সার্বজনীনে এবার তৈরী হয়েছে দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে সম্পূর্ণ কাচের তৈরী মণ্ডপ এবং কাচের দুর্গা প্রতিমা। গোটা বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন মণ্ডপ শিল্পী সিতাংশু দাস এবং মৃৎ শিল্পী চন্দন হাজরা। শিল্পী সিতাংশু দাস জানান প্রায় জনা ত্রিশ কর্মীকে নিয়ে কাচ, বাঁশ, ???, কাপড়, চট প্রভৃতি জিনিস পত্র দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই মণ্ডপ। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অভিনেতা সোহম বলেন সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার ক্যানিং। এটি ভারতের প্রাচীনতম শহর। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সুন্দরবনের মেল বন্ধন ফুটে উঠেছে এই থিমের মাধ্যমে। সুন্দরবন বাসীর পুজোর দিনগুলি ভালো কাটুক এই কামনা করি। পূজো কমিটির সভাপতি উত্তম দাস বলেন প্রতি বছরের মতো এবারেও এলাকার সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে এই দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে। শাস্ত্রীয় মতে এই পুজো নিষ্ঠা সহকারে করা হচ্ছে। তাছাড়া থাকছে সংস্কৃতি মঞ্চে সংগীত, নৃত্য প্রমুখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ।

মন্দিরবাজার চৌধুরী অগ্নিবীণা সংঘের লক্ষ্মী প্রতিমা।

পুজো আসে পুজো যায়, ছাপ থেকে যায় স্মৃতিপটে

মহানগরীর আলো রঙ বিসর্জনের বেদনায় ঝাপসা হলেও বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন তাকে উৎসবের আনন্দ থেকে কখনোই মুখ ফেরাতে দেয় না। সেই আনন্দেই ফিরে দেখা কিছু পুজো মন্ডপ।

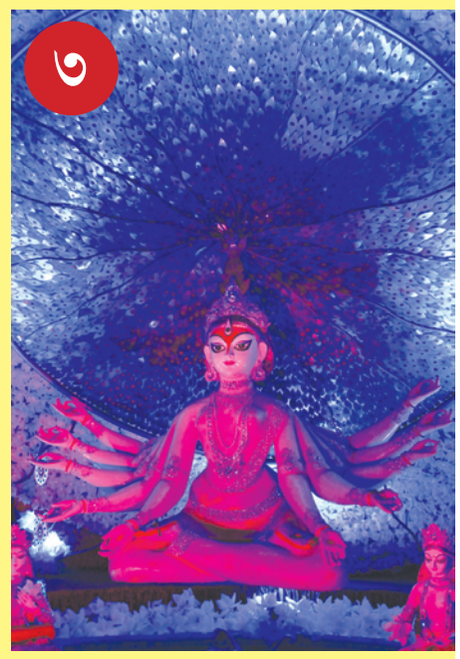

১। আহিরীতোলা, ২। বসাক বাগান, ৩। বেলতলা শক্তি সংঘ, ৪। বজ বজ ডি এন ঘোষ রোড, ৫। দমদম পার্ক তরুণ সংঘ, ৬। জগৎ মুখার্জী পার্ক, ৭। খিদিরপুর পল্লী শারদীয়া, ৮। পারিজাত ক্লাব।

ॐ

কৃষ্ণ

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন:–
বেদৈশ্চ সর্বৈ: অহমের বেদ্যে
বেদান্তকৃদ বেদবিদেব চাহম্।।
আমি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমি বেদান্ত কর্তা ও বেদবেদা।
গীতা (৯/২৩) আরও বলেছেন:–
মেহপ্যন্যদেবতাভক্তা মজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতা:
(তহপি মামের কৌন্তেয় মজন্ত্যাবিধিপূর্বকম্)

হে অর্জুন যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে তাদের পুজো করে, তারা প্রকৃতপক্ষে অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে। এইভাবে বিভিন্ন বৈদিকশাস্ত্র থেকে আমরা এটা নিশ্চিৎ করে বলতে পারি

কৃষ্ণস্তু স্বয়ম ভগবান – কৃষ্ণই হলেন ভগবান।

শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে–

যথা নদীনাদং গচ্ছন্তি সাগরম্।
সর্বদেব নমস্কার কেশবং প্রতিচ্ছতি।।

সকল নদীর জল যেমন সাগরে পতিত হয়, আপনি যে দেবতার প্রণান করুন না কেন তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যায়।

কঠোপনিষদে

যতশ্চোদেতি সূর্য অস্তং যত্রচ গচ্ছতি
তং দেবা সর্বে অর্পিতা স্তদু নাত্যেতিকশ্যন।

যার মধ্য থেকে সূর্য ওঠে যারই মাধ্যমে অস্ত যায়, তারই কাছে সকল দেবতা নিজেদের অর্পন করেছে তাকে অতিক্রম করে কেউ চলে যেতে পারে না।

গীতায় এরই প্রতিধ্বনি হয়েছে

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধন্ঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিতান ইব।

হে অর্জুন – আমার থেকে শ্রেষ্ট আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মনিসমূহ গাঁথা থাকে এই বিশ্ব আমাতেই ওতোপ্রোতভাবে অবস্থান করে। ব্রহ্ম সংহিতায় ৫/৩৯ শ্লোকে কৃষ্ণকে স্তুতি করে ব্রহ্মাজী বলছেন –

রামাদি মূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্টন।
নানাবতার করোদ্ভুবনেষু কিন্তু
কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পূমান যেব গোবিন্দমকি পুরুষং তমহং ভজামি।।

সে পরমপুরুষের অংশ কলা রামদিমূর্তিতে নিহত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীগীতা গোবিন্দ গ্রন্থে কবি জয়দেব ভগবানের দশ অবতার স্তোত্রে উল্লেখ করেছেন যে সকল অবতারের মূল উৎস কৃষ্ণ, সেটাও গীতা গোবিন্দ গ্রন্থে বলা হয়েছে।

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোল মুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দায়রয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং ফুর্বতে।
পৌলস্থং জয়তে হলং কনায়তে কারুন্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান মূর্তয়তে দশাকতিকৃতে কৃষ্ণায়তুভ্যং নমঃ।।

হে দশ অবতার ধারী, হে কৃষ্ণ, তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীকৃষ্ণের আদি শস্তকরাচার্য স্তুতি করে বলছেন –

গেয়ং গীতানামসহস্রং
ধ্যেয়ং শ্রীপতি রূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জন সঙ্গে চিডম
দেয়ং দীনজনায় চ বিডম।।

ভজ গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম, ভজ গোবিন্দম মূঢ়মতে।।

যদি গান করেন তবে ভগবান কৃষ্ণে মূল নিসৃত বাণী গীতার গান করুন, যদি ধ্যান করতে হয়, তবে ভগবানের রূপ ঐশ্বর্য ধ্যন করুন। তিনি আরও বলছেন

একং শাস্ত্রং দেবকী পুত্র বলেছেন শ্রীমদবগবদ গীতা একটি দেবতা – দেবকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

কটোপনিষদে এক জায়গায় বলা হয়েছে, তার ভয়ে আগুন জ্বলে সূর্য আলো দান করে, ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম দেবতা মৃত্যু ধাবিত হয়ে চলে।

মস্তক উপনিষদে বলা হয়েছে, তার থেকে জন্মে প্রাণ, মন সর্ব ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু তেজ, অপ আর ধরিত্রী পৃথিবী তিনিই পরমকৃষ্ণ।

দাদা, উঠুন কাঁথাটা পেতে দিই

সুন্দরবনের ডায়েরি

শঙ্কর প্রামাণিক

সুন্দরবনে সমুদ্রের চরে দীর্ঘদিন ধরে শুঁটকি মাছের ব্যবসা চলছে। এ ব্যবসা শীতকালে চলে। চার মাস। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। বর্তমানে শুঁটকি মাছের ব্যবসা চলছে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ, কালিস্থান, হরিপুর লালগঞ্জ, ফ্রেজারগঞ্জ (অমরাবতী বালিয়াড়া), বকখালি (লক্ষীপুর) প্রভৃতি স্থানে। সাগরদ্বীপের চরে তিন জায়গায় এই ব্যবসা চলে। তার মধ্যে একটা বেগুয়াখালি। চরটা বেগুয়াখালি গ্রাম সংলগ্ন। তাই বেগুয়াখালি নাম। আমার উদ্দেশ্য বেগুয়াখালি চরের শুঁটকি মাছের ব্যবসার বর্তমান হাল হকিকৎ জানা। তৈরি হয়ে ০১.০১.২০১৪ তারিখে বেরিয়ে পড়লাম। সকালবেলা বেহালা চৌরাস্তা থেকে কাকদ্বীপ এক্সপ্রেস ধরেছি। নামলাম লাইট হাউসের মোড়। নতুন রাস্তার আগের স্টপেজ। জেনেছিলাম বাস থেকে নেমে ইঞ্জিন ভ্যানে যেতে হয়। অনেকটা রাস্তা। প্রায় ১২ কিলোমিটার। বাস থেকে নেমে ৪০ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম ভ্যানের দেখা মিলল না।

চিন্তায় পড়লাম। লাম্বার স্পন্ডেলাইটিস। কোমরে বেল্ট বেঁধে চলাফেরা করি। বাড়ির অমতে বেরিয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে না এলেই বোধ হয় ভাল হত। এমন সময় একটা ভ্যানের দেখা মিলল। কিন্তু একজন প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাবে না। পোষাবে না। অনেক অনুরোধ করে তিন গুণ ভাড়ায় অর্ধেক পথ নিয়ে যেতে রাজি হল। তাই সই। বললাম চল। রাস্তার যা অবস্থা, মনে হল ভ্যানে বসে নাচতে নাচতে চলেছি। হেঁটে গেলে কষ্ট অনেক কম হত। কিন্তু তখন করার কিছুই নেই। যথাস্থানে ভ্যান থেকে নামলাম। এবার হাঁটতে হবে। এতো শুধুখালি হাতে হাঁটা নয়। দু'টো বেশ বড় বড় ব্যাগ সঙ্গে আছে। শীতের সময়। সঙ্গে একটা কম্বলও নিয়েছি। গুটি গুটি করে বিষণ্ণ মনে হেঁটে চলেছি। চলেছি তো চলেছি। শেষ আর হয় না। ফোনে জানিয়েছিলাম বেলা ১২টা নাগাদ পৌঁছব। এখন দেখনি সেটা কোনওমতে সম্ভব হবে না। মনটা বিষণ্ণ। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে বিষণ্ণ মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। চৌরাস্তা থেকে লাইট হাউসের মোড় ৪৫ টাকা ভাড়া।

হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে জন্ম নিয়ে গঙ্গা নিজেকে সাগরের বুকে বিলিয়ে দিয়েছে। সাগরে মিশে যাওয়ার মুহূর্তে যে তৈরি করেছে অসংখ্য দ্বীপ–উপদ্বীপ–বদ্বীপ। সৃষ্টি হয়েছে নদী–নালা–খাঁড়ি। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদাবনের জঙ্গল যার পোষাকি নাম সুন্দরবন। রহস্যে সেরা এই সুন্দরবনে যেমন রয়েছে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য। তেমনই এখানকার মানুষের জীবন জীবিকা অদ্ভূত প্রাকৃতিক মাদকতার নেশা জাগায়। জল জঙ্গল বাঘ বনবিবি দক্ষিণরায়....। পরতে পরতে সঞ্চয় করা এমন অভিজ্ঞতাই আপনাদের সামনে পরিবেশন করছেন *শংকরকুমার প্রামাণিক।*

গেলাম। যাইহোক, কোনও মতে বেগুয়াখালিতে পৌঁছলাম। এবার খুচরো না থাকায় আমি কন্ডাকটরকে একশো টাকা দিই। টিকিট কাটার পাঁচ টাকার একটা কয়েন হাতে দিয়ে কন্ডাক্টর আমাকে বললেন, ব্যালেন্সটা পরে দিচ্ছি। আধ ঘণ্টা পরে লক্ষ করলাম কন্ডাক্টরের আঙুলের ফাঁকে এক গোছা নোট। ভাবলাম এবারে আমার ব্যালেন্সটা ফেরত পাব। মিনিট দশেক অপেক্ষা করলাম। কন্ডাক্টরের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বললাম দাদা আমার ব্যালেন্সটা দিয়ে দিন। আপনার নামতে অনেক দেরি। নামার আগে ঠিক পেয়ে যাবেন। স্টপেজ আসলে নেমে পড়লাম। ঠিক ভুলে একটা খাল পার হতে হবে। খালটা পার হলেই চর। খালটার নাম মেটের খাল। খালের কাছে পৌঁছেই মাথায় হাত। বেশ চওড়া খাল। একটা বাঁশ যতটা লম্বা খালের চওড়াটা তা চেয়ে বেশি। তাই বাঁশ জুড়ে জুড়ে শাঁকো বানাতে হয়েছে। দু'টো বাঁশ পাশাপাশি পাতা। তার উপর দিয়ে হাঁটতে হবে। কিছুটা উঁচুতে একটা বাঁশ শাঁকো বরাবর বাঁধা। সেটা ধরে শাঁকো পেরোনো যাবে। জুতো পায়ে হাঁটা যাবে না। খুলে নিলাম। দু'টো ব্যাগ। নেহাত ছোট নয়। কয়েকজন মহিলা শাঁকো পার হয়ে এপারে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, একটা ব্যাগ আমাকে দাও। দু'টো ব্যাগ আর জুতো হাতে নিয়ে পার হতে পারবে না। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে শাঁকোর ওপর উঠে পড়লেন। আমও তাঁকে অনুসরণ করলাম। সাবধান করে দিচ্ছেন। এক হাতে বাঁশটা শক্ত করে ধেরে ধরে এসো। পার করে দিয়েই, আবার শাঁকোর সার দিয়ে ফিরে গেলেন। মহিলারা এই গ্রামের দুপুর পর্যন্ত খুটিতে বাধুনির কাজ করে বাড়িতে খেতে আসছেন। তিনটের মধ্যে আবার হাজির হতে হবে। আমি যাঁর খুটিতে যাব, তাঁর নাম সুকুমার মাইতি। বয়স ৪৩। সাগরদ্বীপেই বাড়ি। গ্রাম বিষ্ণুপুর। শাঁকো পার হয়ে দু'টো তিনটে খুটি পার হলেই সুকুমার বাবুর খুটি। খুটির মালিককে বহরদার বলে। সুকুমার মাইতি এখানকার মাঝারি মাপের বহরদার। ঝ সিলিন্ডার ট্রলার না থাকলে তার বড় মাপের বহরদার বলা হয় না। সুকুমারবাবুর পাঁচখানা দু সিলিন্ডার ভুটভুটি আছে।

টলি তারকা রোহনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে

মনিরুল ইসলাম মল্লিক

ক্যারাটে জগৎ থেকে একেবারে ফিল্মি দুনিয়াতে প্রবেশ করল নবাগত টলি নায়ক রোহন ভট্টাচার্য। ক্যারাটে খেলায় খ্যাতনামা রোহন ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ক্যারাটেতে বেঙ্গল টিমের আন্ডার আঠেরোর ক্যাপ্টেন ছিল। এরপর ক্যারাটে জগৎ থেকে ধীরে ধীরে সিনেমা জগতে পা রাখে। একান্ত সাক্ষাৎকারে রোহন জানিয়েছে, অভিনয়ের প্রতি প্রেরণা সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। বাবা মানিক ভট্টাচার্য থিয়েটার জগতের মানুষ। থিয়েটা জগতে মানিকবাবু অনেক কাজ করলেও সিনেমা জগতে আর প্রবেশ করা হয়নি। তাই বাবার ইচ্ছাকে যেন স্বপ্নে রূপ দিল ছেলে রোহন।

ইচ্ছেডানা সিরিয়াল থেকে রোহনের যাত্রা শুরু। এরপর ২০০৯ সালে পরিচালক বিষ্ণু পাল চৌধুরীর পরিচালিত বসুন্ধরা সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে সুযোগ মেলে। ২০১১ সালে বাজিকর, ২০১২তে জাল ও ওম শান্তি, ২০১৩তে ব্ল্যাকমেল ও নীল রোহিত সিনেমায় পরপর মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে টলিউড জগতে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে রোহন। বর্তমানে রোহন পরিচালক বিষ্ণু পাল চৌধুরীর পরিচালিত অ আ ই নামে একটি সিনেমাতে সুটিং ও ব্যস্ত।

এই সুটিং এর ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে রোহন জানিয়েছে, এই ফিল্মে প্রধান তিনটি চরিত্র রয়েছে অভিনাশ (রোহন ভট্টাচার্য), ইমলী (শ্রীজলা গুহ) ও আশা (বাবলী)। এই সিনেমায় প্রধান

চরিত্রে তিনজনের প্রথম অক্ষর অনুসারে ফিল্মের নামকরণ করা হয়েছে অ আ ই। এখানে রোহনকে তিনটি চরিত্রে দেখা যাবে। সিনেমার একেবারে শুরুতে সাধারণ একজন চাকরিজীবী ছেলে কিন্তু সে হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। একেবারে সরল ছেলে বাইকটাও ঠিকমতো স্টার্ট দিতে পারে না। আসলে পাড়ার বকাটে একটি বাচ্ছা বাইকের ভিতর গোপনে কলা রেখে দেয়, যার ফলে বাইক স্টার্ট নেয় না। পরে ঐ বাচ্ছাটাই টাকার বিনিময়ে বাইক থেকে কলা বার করে দিয়ে বাইক স্টার্ট করে দেয়।

অভিনাশ এতই সরল যে সে কিছুই বুঝতে পারে না। এরপর আশা নামে অল্প বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু অভিনাশ ধীরে ধীরে নিজের বউয়ের প্রতি ক্রমশ আগ্রহ কমতে থাকে আর ইমলী নামে একটি স্মার্ট মেয়ের প্রেমের চক্করে পরে। এই নিয়ে ত্রিমুখী একটি প্রেমের কাহিনি নিয়ে তৈরী অ আ ই। সুটিং পর্ব মিটে গেলেই খুব শীঘ্রই বাজারে মুক্তি পেতে চলেছে অ আ ই।

সনজিৎ মণ্ডলের নতুন অ্যালবাম

ঈশান মাঝি রে মন ছুঁয়ে যায়

কুনাল মালিক

আলিপুর : গাথানী কোম্পানি থেকে প্রকাশিত সনজিৎ মণ্ডলের লোকসঙ্গীতের সিডি 'ঈশান মাঝি রে' সম্প্রতি আমাদের দফতরে এসেছে। সিডিটিতে মোট ১০টি গান আছে। প্রখ্যাত শিল্পী সনজিৎ মণ্ডলের কণ্ঠে গানগুলি বেশ শ্রুতি মধুর হয়ে উঠেছে। গানগুলি লিখেছেন কাবেরী দাস, সুভাষ চক্রবর্তী, মানস চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ মণ্ডল। লোকসঙ্গীতের ঘরানায় গানগুলি সাবলীল ভাবে সুর করেছেন প্রনব দাস এবং শ্যামল রায়। সুরকার শ্যামল রায় ঈশান মাঝি রে এবং সাইকেল গাড়ি চড়ে ভোলানাথ ও ভোলানাথ, করলে প্রভু তুমি করলে গানগুলিতে কথা ও সুর আরোপ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ওরে মন পাখী তুই গানটির সুর মন ছুঁয়ে যায়। এই গানটির সুরকার প্রণব দাস। যারা লোকসঙ্গীত ভালোবাসেন

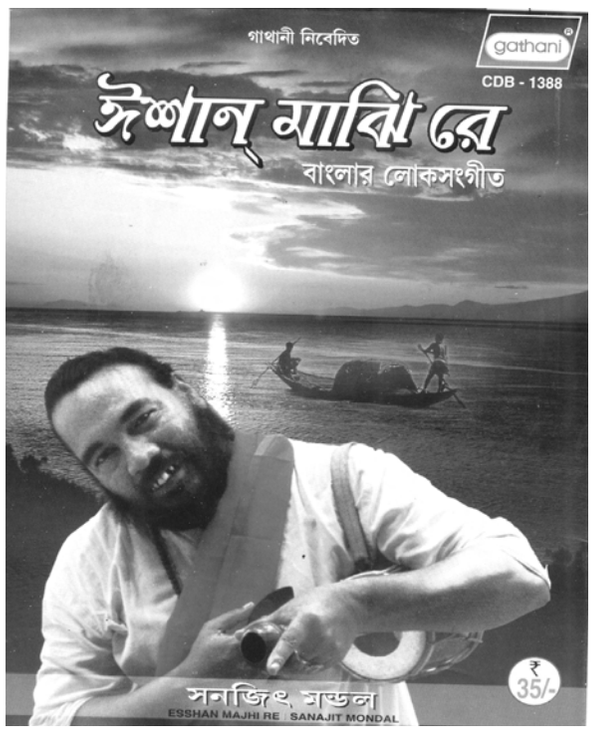

তারা অবশ্যই সিডিটি সংগ্রহ করতে পারেন। ঈশান মাঝি রে গাথানী মূল্য ৩৫

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিম পুটিয়ারির ব্যানার্জিপাড়া রোডস্থ রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য–সংস্কৃতি সভার প্রথম বছরপূর্ণ হবে অক্টোবরের সভা সঙ্গে ১৫ নভেম্বর সংগঠনের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে ব্যানার্জিপাড়া রোডে অবস্থিত ব্রজমোহন। তিওয়ারি বিদ্যালয়ের সভাঘরে। সভায় বহু কবি, লেখক বিবিধ পাঠে অংশগ্রহণ করবেন। থাকবে রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগার নিয়ে আলোচনা। থাকবে কিছু জাদুময় মুহূর্ত। সংগঠনের সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। উপস্থিত থাকবেন পাঠাগারের সভাপতি ভূপেশ দাস। সম্পাদক চয়ন ব্যানার্জি, কার্য্যনির্বাহী সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জি, সঙ্গে থাকবেন স্বনামখ্যাত বাচিক শিল্পী, আবৃত্তিকার, কবি উদয় চক্রবর্তী – তিনিই যথারীতি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন। সময় বিকাল ৫টা – রাত্রি ৯টা।

যোগাযোগ – উদয় চক্রবর্তী, ৯৩৩৯২৮৯০১৫

মাঙ্গলিকী

জাদু সম্রাটের জন্মদিন পালনে

যতদিন যাচ্ছে ততই দেশ বিদেশে জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়নের জন্মদিন পালন করছেন বিভিন্ন জাদু সংগঠন। এবারে উত্তর কলকাতায় এই রকমই একটি জন্মদিন পালন করা হয় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের সভাঘরে, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দুই যুবা জাদু প্রতিভা তথা জাদুকর সুকুমার দেব ও পার্থ রায়। অনুষ্ঠানে ৩৫ জন জাদুকর যোগদান করেন, উপস্থিত ছিলেন কিছু জাদু প্রেমী, সুধীজনও ছিল ছোটরাও। এদিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ট জাদুকর, প্রবন্ধক বেদমোহন ঘোষ মহাশয়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণ করেন তারক দে, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওই সময়ে কলকাতায় উপস্থিত, কলকাতাপ্রেমী বরিষ্ঠ সৌখীন ইংরেজ জাদুকর রন চ্যাটবার্ন। মঞ্চে উপবিষ্ট বেদমোহন ঘোষ। তারক দে ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গোলাপ তুলে দেওয়া হয়। বিদেশি অতিথি হিসেবে রন চ্যাটবার্নের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। আসরে উপস্থিত সকলেই জাদু সম্রাটের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান/পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুকুমার দেব। আন্তরিক স্বাগত ভাষণে তিনি উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যান।

এদিন জাদু সম্রাটের বিবিধভাবে স্মৃতিচারণা করেন বেদমোহন ঘোষ, তারক দে, দেব মল্লিক, পি.সি. ঘোষাল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অরুণবাবু জাদু সম্রাটের আমষ্টারডামে কিসমের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ছবির কপি উপহার দিলেন সুকুমার দেব ও পার্থ রায়কে। রন চ্যাটবার্ন বললেন সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কলকাতাকে তাঁর ভাল লাগায় কথা। বললেন কলকাতায় ও লন্ডনে জাদু সম্রাটের সুযোগ্য পুত্র পি.সি. সরকার জুনিয়রের অনবদ্য ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতার কথা তুলনামূলক আলোচনা করলেন দুই পি.সি. সরকারের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীর। এদিন বেদমোহন ঘোষ জাদু সম্রাটের কাহিনী সমৃদ্ধ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন বইয়ের কপি উপহার দিলেন সুকুমার দেব ও পার্থ রায়কে। আর অনুষ্ঠানের গোড়ায় তিনিই মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

এদিন যারা অনবদ্য। বিবিধ রসের জাদু দেখিয়ে আসরকে মাতালেন তাঁরা হলেন জাদুকর আশীষ মুখার্জি, জি. রূপান্তর, হাতেম তাই, ভোলানাথ দাস, এস. পাল (বরানগর), সুকুমার দেব। এছাড়াও জাদু দেখান অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর চাত্র বালক জাদুকর রটজিৎ লাওনেল দাস প্রমুখ। দুর্দান্ত কমেডি তথা মুকাভিনয় দেখান পঙ্কজ সরকার। পার্থ রায়ের ফায়ার ইটিং ছিল অত্যন্ত রোমহর্ষক। কৌতূককণা পরিবেশন করেন তারক দে। বরিষ্ঠ জাদুকর বেদমোহন ঘোষের জাদু প্রদর্শনী আলাদাভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। জাদু সম্রাটকে নিয়ে স্মৃতিমেদুর ভাষণের জন্যে আলাদাভাবে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বরিষ্ঠ সৌখীন জাদুকর সতীপ্রদাস সরকার। আবার ড্রিংকিং স্ট্র নিয়ে ধ্রুপদী জাদু ধাঁধাঁ দেখান রন চ্যাটবার্ন। 'ম্যাজিক ওয়ার্ল্ডে'র আগামী অনুষ্ঠানের কথা জানালেন কে.সি. সরকার।

আসরে বহু ছোটরা উপস্থিত ছিল। আসর তাই বর্ণময় হয়ে ওঠে। মানিকতলায় যে সভাগৃহে এই অনুষ্ঠান হয়, তাঁর অনুমতির জন্য রাজা বর্মাকে এবং পৌরপিতা সাধন সাহা মহাশয়কে যিনি অনুষ্ঠানটির জন্য বিশেষ সহযোগিতা করেন তাঁদের ধন্যবাদ জানানো হয়। দুই যুবা জাদুকর সুকুমার দেব ও পার্থ রায়কে হার্দিক অভিনন্দন।

Alipur Barta: 48 year : Vol No.: 48, Issue No. 49, October 11 - 17 October, 2014, Page-8 REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

ভারতীয় ফুটবলের নতুন ইতিহাস–ইন্ডিয়ান সুপার লিগ

মহাযুদ্ধের আগে এক ঝলকে আটটি দলের খবরাখবর

অর্পণ মন্ডল

শারোদৎসবের রেশ এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি অনেকেই। বাংলা জুড়ে চলতে থাকা এই উৎসবপর্বের আমেজ কে জিইয়ে রেখেই আর কয়েকদিন পরেই শুরু হচ্ছে ভারতের ফুটবল উৎসব–ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএল। ইতিমধ্যেই দেশের আটটি শহরকে কেন্দ্র করে দল গড়ে ফেলেছেন বিভিন্ন ফ্রানচাইজি মালিকরা। প্রতিটি দলেই দেখা যাবে একাধিক স্বনামধন্য বিশ্বকাপারদের সঙ্গে দেশীয় ফুটবলারদের এক অনন্য ককটেল। শুধু খেলোয়াড়দের মধ্যেই নয়, চমক থাকছে মালিকদের মধ্যেও। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন তেন্ডুলকার ,বিরাট কোহলিদের মত ক্রিকেটারদের সাথে মালিকানায় রয়েছেন রনবীর কাপুর,জন আব্রাহামের মতো রুপালি পর্দার নায়কেরাও। ১২ ই অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা এই মহাযুদ্ধের আগে তাই এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কোন দল কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে।

অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন কলকাতার এই দলের সাথে স্প্যানিশ দল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ গাঁটছড়া বেঁধেছে। কলকাতার দলটিতে আইকন ফুটবলার হিসাবে সই করেছেন স্পেনের বিশ্বকাপার লুইস গার্সিয়া। এছাড়াও রয়েছেন বোর্খা ফার্নান্ডেজ, জেকব পোদানি'র মতো ভাল মানের বিদেশি ফুটবলার। দেশীয়দের মধ্যে অর্ণব মন্ডল, কেভিন লোবো, সঞ্জু প্রধান, ক্লাইম্যাক্স লরেন্স, কিংশুক দেবনাথরাও যে নিজেদের জাত চেনাবার জন্য মুখিয়ে থাকবেন তা বলাবাহুল্য। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে স্পেনে প্রস্তুতি পর্ব সেরে বেশ আত্মবিশ্বাসী অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা। তবে, ভারতের আবহাওয়ায় এবং যুবভারতীর অ্যাস্টোটার্ফে বিদেশি ও দেশীয় ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটলে কিন্তু বিপদে পড়বে সৌরভের দল।

চেন্নাইয়ানস এফ সি : ফিল্মস্টার অভিষেক বচ্চন এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির যৌথ মালিকানাধীন চেন্নাই দলের প্রধান শক্তি ভারতীয় খেলোয়াড়রাই। অভিজিৎ মন্ডল, শিল্টন পাল, গৌরমাঙ্গি সিং, হারমানজোত খাবড়া, জেজে, বলবন্ত,অভিষেক দাসদের মতো একঝাঁক ভারতীয়দের সঙ্গে ব্রাজিলের এলানো, ফ্রান্সের মাতেরাজ্জি, সিলভেস্ট্রে'র মতো ফুটবলারদের সংমিশ্রণে তৈরি চেন্নাই দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দিল্লি ডায়নামোস এফ সি : এবারের আইএসএল–এর সবথেকে জনপ্রিয় ও বিখ্যাত ফুটবলার যাকে বলা হচ্ছে ইতালির সেই আলসান্দ্রো দেল পিয়ারোই হচ্ছেন দিল্লি দলের প্রাণভোমরা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন একঝাঁক ডাচ খেলোয়াড় এবং বিশালবপু গোলকিপার ভান ডাউট। দেশীয়দের মধ্যে রয়েছেন আনোয়ার আলি, মনীশ ভার্গব, নওবা সিং, স্টিভেন ডায়াসের মত ফুটবলাররা, যারা যে কোনো সময় পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন।

এফসি গোয়া: ভারতীয় ক্রিকেটের পোস্টার বয় বিরাট কোহলির দল গোয়া এফ সি কে এবারের আইএসএল–এর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গোয়া দলে রয়েছেন একঝাঁক ডেম্পো দলের খেলোয়াড় যারা সারাবছর একসঙ্গে খেলেন। যেমন–জুয়েল রাজা, প্রণয় হালদার, দেবব্রত রায়, ক্লিফোর্ড মিরান্ডা প্রমুখ। মার্কিন প্লেয়ার হিসাবে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি রবার্ট পিরেস। এছাড়াও ব্রাজিলের আন্দ্রে সান্টোস ও ভারতে খেলা র‍্যান্টি মার্টিন্স, টোলগে ওজবের মত বিদেশি এফ সি গোয়ার সম্পদ। তবে গোয়ার দলটির সবথেকে বড় চমক হল জিকোর মতো তারকাকে কোচ করে আনা। জিকোর অভিজ্ঞতা গোয়াকে তাই অন্য দলগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে।

এফসি পুণে সিটি: ইতালির ফিওরেন্তিনায় আবাসিক শিবির করে আসা পুণের দলটির প্রধান প্লেয়ার হলেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি স্ট্রাইকার ডেভিড ত্রেজেগুয়ে। এছাড়াও রয়েছেন ব্রুনো সিরিলো, পালকিওসের মতো ভালোমানের বিদেশি খেলোয়াড়। টপ ফর্মে থাকা ইস্টবেঙ্গলের নাইজেরিয় গোলমেশিন ডুডুও এই দলের নতুন সংযোজন। তবে জোয়াকিম, মেহরাজ, মনীশ মৈথানীদের মতো অতি সাধারণ ভারতীয় খেলোয়াড়রাই পুণে সিটি কে অন্য দলগুলির থেকে পিছনে সরিয়ে দিয়েছে।

কেরালা ব্লাস্টার্স: 'মাস্টার ব্লাস্টার' শচীন তেন্ডুলকারের দল কেরালা ব্লাস্টার্স টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দল। ম্যানেজার কাম গোলকিপার ডেভিড জেমস ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফরোয়ার্ড মাইকেল চোপড়া এই দলের প্রধান বিদেশি। তবে কেরালা এগিয়ে যার কারণে তিনি হলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল কোচ ট্রেভর মর্গ্যান। মর্গ্যানের ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও মেহতাব, গুরবিন্দর, সন্দীপ নন্দী, ইসফাকদের মতো খেলোয়াড়রাই কেরালাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

মুম্বই সিটি এফসি: বলিউড তারকা রনবীর কাপুরের দল মুম্বই এর প্রধান বিদেশি হলেন আর্সেনালে দীর্ঘদিন খেলা মিডফিল্ডার ফ্রেডরিক লুংবার্গ এবং ফ্রান্সের বিতর্কিত স্ট্রাইকার নিকোলাস আনেলকা। এই দুজনেই যে কোনো ম্যাচের রঙ পাল্টাতে সিদ্ধ হস্ত। এদের সাথে যোগ্য সঙ্গত করার জন্য রয়েছেন ভারতের এক নং গোলকিপার সুব্রত পাল, রহিম নবি, দীপক মন্ডল, রাম মালিকের মতো প্লেয়াররা। মুম্বই সিটি এফসি'র কোচিং স্টাফেও রয়েছে একটি বির্তকিত নাম–স্টিভ ডার্বি।কয়েকবছর আগে মোহনবাগানে এসে ডার্বির কান্ডকারখানা এখন অতীত। সব মিলিয়ে তাই মুম্বই সিটি এফসিকে একটি ব্যালেন্সড দলের তকমা সহজেই দেওয়া যায়।

নর্থ–ইস্ট ইউনাইটেড: লাজং এফসি ও জন আব্রাহামের দল নর্থ–ইস্ট এবারের আইএসএল–এর সারপ্রাইজ প্যাকেজ। ফরাসি তারকা ক্যাপডেভিয়া ছাড়া এই দলে আর বড় নাম প্রায় নেই বললেই চলে। তবে পাহাড় বরাবরই ভারতীয় ফুটবলকে চমকে দিয়েছে ভাল ফুটবলার দিয়ে। লাজং এফসি–র একঝাঁক ফুটবলার নিয়ে গড়া এই দল তাই বড় অঘটন ঘটাতে পারে বলেই মনে করছেন সকলে।

ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্ট নিয়ে অনেক বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে।পক্ষে–বিপক্ষে সওয়াল জবাবে প্রশ্ন উঠেছে প্রচুর। অতীতে ফিফা প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার ভারতকে ফুটবলের ঘুমন্ত দৈত্য বলেছিলেন। হয়ত হতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের মাধ্যমেই সেই দৈত্যর ঘুম ভাঙতে চলেছে।

শেষপর্যন্ত আইএসএল ভারতীয় ফুটবলের উত্তরণ না অবতরণ ঘটাবে তার উত্তর হয়ত সময় এলে পাওয়া যাবে। তবে ভারতে ফুটবলের জনপ্রিয়তা যে বাড়বে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

অক্টোবর, ১৮৮০

বিপ্লবী ও সুপণ্ডিত শহিদ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ আইসিএস পরীক্ষার জন্যে বিলাতে যান। সেখানে নির্বাসিত বহু ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং লণ্ডন ও প্যারিসের পত্র–পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন।

অক্টোবর, ১৯০৫

বিপ্লবী শহিদ ভূদেবপ্রসাদ সেন (ননী)–এর জন্মদিন। ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হেতু বিনা বিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। আগস্ট আন্দোলনে আত্মগোপন করে তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতেন।

অক্টোবর, ১৯৩৩

বিপ্লবী শহিদ শৈলেশ চ্যাটার্জি–র মৃত্যু দিন। কুমিল্লায় অনুশীলন দলে যোগদান করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পুরোভাগে তিনি জেলা শাসকের নিকট সত্যাগ্রহ করার সময় পুলিশেরর গুলিতে আহত হন।

১২ অক্টোবর, ১৮৮৭

এই উন্নতমস্তক সালপ্রাংশু ব্যক্তি বিশিষ্ট জননেতা দেশসেবক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু দিন। সিভিল সার্জনের আকাঙ্খিত পদ পরিত্যাগ করে গান্ধিজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩ অক্টোবর, ১৯১১

বৈদান্তিক সন্ন্যাসিনী ও বিদুষী সমাজ সেবিকা ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যু দিন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হয়ে ভারতে আগমন করেন। নিবেদিতা নাম স্বামীজির দেওয়া। জাতিতে আইরিশ ছিলেন, পূর্বনাম মার্গারেট নোবেল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও তৎকালীন বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় সংযুক্ত হন।

১৩ অক্টোবর, ১৯০৭

ঢাকা বিক্রমপুরের বিশিষ্ট নেতা দেশভক্ত সুবোধ মজুমদারের জন্ম দিন। গান্ধিজীর আহ্বানে আইন অমান্য অন্দোলনে যোগদান করেন।

১৪ অক্টোবর, ১৯৮২

জন্ম ময়মনসিংহ জেলার ঘোষগাঁ গ্রামে। ছাত্রবস্থা থেকেই বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। 'যুগান্তর' দলের সদস্য। একদিকে গরিব চাষিদের অধিকারের দাবিতে জমিদার–জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৭ অক্টোবর,১৯৬১

বিপ্লবী জননেতা দেশভক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু (ঠাকুর)–এর মৃত্যু দিন। ঢাকায় অনিল রায়ের অনুগামীরূপে 'শ্রীসঙ্ঘে' যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অচিরেই অন্তরীণ ও কারারুদ্ধ হন। কারাগারেই তিনি এম.এ. এবং পরবর্তীকালে পি.আ.এস্ এ পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কৌস্তভ দত্ত, শান্তিরানি প্রাইমারি স্কুল,

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

আলোর পরশে

(বিধান সাহা)

আলোর পরশ নতুন করে
দিচ্ছে কেমন উঁকি
সকাল থেকে হতে হল
তার যে মুখোমুখি।

স্বপ্ন মায়া করছে যেন
নতুন সোনা হয়ে;
কালো মেঘের নেই যে ঝলক
নীল শুধু যায় বয়ে।

আনন্দ আজ নতুন সুখে
ভরছে ভুবন বুক
ভুলতে যে চায় আলোর ছোঁয়ায়
এই জীবনের দুখ।

তোমরাও ছোট ছোট ছড়া বা গল্প পাঠাতে পারো আমাদের ঠিকানায়।

অংকের মজা

মজার অংক

জাদুকর শৈলেশ্বর

জাদুকরের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত দর্শকদের আনন্দ দেওয়া। তোমার কথাবার্তা যেন দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারে। স্মরণে রাখবে খেলা দু'বার দেখানো অনুচিত। তবে এই খেলাটা দু'বার দেখাতে পারো।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে বাছো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো তার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন সংখ্যাটা তার পছন্দ। দর্শক জানালো ৫ সংখ্যাটা।

ম্যাজিক মোমেন্ট

এবার জাদুকর সেই দর্শককে জানানো পর পর একটা কাগজে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৯ সংখ্যাগুলো লিখে ৪৫ দিয়ে গুণ করতে। দেখবে গুণফল সবগুলোই হয়ে গিয়েছে '৫'। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে '৮' কিন্তু নেই।

ধরো কেউ পছন্দ করল ৭। তাকে বলো ৬৩ দিয়ে গুণ করতে। দেখবে গুণফল হয়ে যাবে সবই ৭ সংখ্যা।

এবার রহস্যটা জানিয়ে দিচ্ছি – যে কোনও সংখ্যাই দর্শক পছন্দ করুক তাকে ৯ দিয়ে জাদুকর মনে মনে গুণ করে যে গুণফল হবে তাকে দিয়ে দর্শক গুণ করলেই সেই সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে দর্শকদের পছন্দ করা সংখ্যা।

শুধু খেয়াল রাখবে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯ দিয়ে গুণ করবে। বাদ থাকবে ৮ সংখ্যার্গ। কিন্তু মজা হল দর্শক ভাবলে ৮x৯=৭২ দিয়ে গুণ করলে সব সংখ্যা ৮–ই হবে।

দুটো উদাহরণ

১২৩৪৫৬৭৯
X ৪৫
৬১৭২৮৩৯৫
৪৯৩৮২৭১৬x
৫৫৫৫৫৫৫৫৫

আবার

১২৩৪৫৬৭৯
X৬৩
৩৭০৩৭০৩৭
৭৪০৭৪০৭৪
৯৯৯৯৯৯৯৯৯

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।